টিএসআর

জওয়ানের

রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।।

কোনাবনের পর আবারও

টিএসআর জওয়ানের মৃত্যুর

ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এই

দফায় এক জওয়ানকে হত্যা করার অভিযোগ তুললেন তার

পরিজনরা। এই ঘটনায়

টিএসআরের কোনও কর্তৃপক্ষ

বক্তব্য জানাননি। নিহত জওয়ানের

নাম শংকর দেবনাথ। তিনি

টিএসআরের প্রথম ব্যাটেলিয়নের

গকুলনগর সদর দফতরে কর্মরত

ছিলেন। তার বাড়ি সাব্রুমের মনু

গ্রামের সিন্দুকপাথর এলাকায়।

জিবিপি হাসপাতালে আনার পর

শুক্রবার রাতে তার মৃত্যু হয়েছে।

মাথার পেছন ফেটে রক্ত ঝরছিল

নিহত জওয়ানের। পা-ও ভাঙা

ছিল। শরীরের জামাও ছেড়া ছিল।

এইসব দেখে নিহতের পরিজনরা

এটা দুর্ঘটনা বলে মানতে নারাজ।

নিশ্চিত্তের



श्रिकित मिल्य স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 346 Issue ● 25 December, 2021, Saturday ● ৯ পৌষ, ১৪২৮, শনিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

২ জানুয়ারি জে পি নাডা

CMYK

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। অবশেষে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। আগামী ২ জানুয়ারি তিনি রাজ্য সফরে আসবেন বলে নয়াদিল্লি সূত্রের খবর। এর আগে বহুবার তিনি রাজ্যে আসবেন বলে খবর রটে গেলেও বার বারই জে পি নাড্ডার সফর পিছিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবার বিজেপি সভাপতি নিজেই ত্রিপুরা সফরের সূচি নির্ধারিত করেছেন বলে জানা গেছে। ২ জানুয়ারি তার রাজ্য সফর সূচি জানা গেলেও রাজ্যে এসে তিনি কি কি কার্যক্রমে অংশ নেবেন এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। হঠাৎ করে কেন সর্বভারতীয় সভাপতির আগমন — এ নিয়ে দলের মধ্যে নানা মত রয়েছে। একটি অংশ জানিয়েছে দলের সর্বভারতীয় • এরপর দুইয়ের পাতায়

পালালো পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যে যখন জঙ্গি তৎপরতা তুঙ্গে ছিলো তখন জঙ্গি বিরোধী অভিযানে গিয়ে ঠিক যেভাবে গ্রামীণ জনজাতি মহিলাদের কাছে নাস্তানাবুদ হতে হতো পুলিশকে, শুক্রবার গাঁজা বিরোধী অভিযানে গিয়ে ঠিক একইভাবে নাস্তানাবুদ হয়ে ময়দান ছেড়ে আসতে হয়েছে এসডিপিও'র নেতৃত্বাধীন ৩০ জন সিআরপিএফ, টিএসআর সম্বলিত আরক্ষা বাহিনীর জাম্বো দলকে। তাও আবার হাতে লাঠি আর কেরোসিনের ড্রাম নেওয়া হাতে-গোনা কয়েকজন জনজাতি রমণীর কাছে হার মানতে হলো বিশাল বাহিনীকে। শুধু তাই নয়, তেলিয়ামুড়া মহকুমার এসডিপিও সোনাচরণ জমাতিয়াকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হলো, কেরোসিন দিয়ে তার গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার করসত চললো। সশস্ত্র পুলিশকে লাঠি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করা হলো। অথচ পর্যাপ্ত

Follow Us

| longtharaiguramasala



ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে রাজধানীর পথে কাঁধে নিয়ে লাল ঝান্ডা কৃষক, জুমিয়া, ক্ষেত মজুরের পায়ের ছাপ রইল শুক্রবারে। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা'র ডাকে কৃষক আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে গান্ধীঘাটে হলো সভা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। সিপিএমের কৃষক সভার ডাকে শুক্রবার আগরতলায় বিশাল সমাবেশ হয়েছে। জনসমাগমকে চোখধাঁধানো সমাবেশ বলতে হবে। কোথাও। দেখা গেল না শেষ স্থানীয় এবং প্রশাসন। এবারও তাই হয়েছে। এর আগেও মাঝে মাঝেই বিশাল প্রশাসনের নগর নিগম পুর লোক সমাগম করে গত সাড়ে তিন নির্বাচনেও। কারণ সিপিএম তাদের সিপিএম অনেক কথা বলেছে।

বছরে সিপিএম সাধারণ মানুষের মধ্যে দারুণ সাড়া জাগায়। কিন্তু এর পরই যে কি সেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভোট এগিয়ে এলে তার আর কোনও প্রতিচ্ছবি দেখা যায়নি

ভোট মেকানিজম ভলে গেছে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে থেকে। একটি রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় থাকে তখন তার ভোট মেকানিজম করে দেয় তার পুলিশ পুর ভোটে এই নিয়ে বিরোধী দল

যদিও আগের আমলেও তাই হয়েছে। তফাত শুধু আগের আমলে দীৰ্ঘ অভিজ্ঞতায় যা হয়েছে তা কাকপক্ষী তো দূরের কথা ডান চোখের ইশারা বাম চোখ দেখতে পায়নি। এবার ঘটনা ভিন্ন। দেখা গেল অনেক বিজেপির ভোটার ভোট দিতে পারলেন না। এটা কিন্তু

শুধুই অভিজ্ঞতার অভাব। আমরা দেখেছি পুর ভোটে সিপিএমের একটি বড় অংশই ছিল অনুপস্থিত। নিজেদের প্রলেতারিয়েত এর দল বা বিপ্লবী দল বলে বাজারে চালাতে চাইলেও সিপিএম মূলত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যারা সমাজ, গরিব মানুষের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান এবং আছে

ম্যামথ পদোৱাত

টিসিএস-এ সুযোগ কমলো শিক্ষিত বেকারদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। বিভিন্ন দফতরের

প্রায় আড়াইশ অফিসার টিসিএস ক্যাডার হয়েছেন 'অ্যাডহক' পদোন্নতি

পেয়ে, নোটিশ শুক্রবারে জারি হয়েছে। প্রতিবাদী কলম-ই একমাত্র

পদোন্নতির এই খবর আগাম করেছে ২৩ ডিসেম্বরে। টিসিএস গ্রেড-টু

পদে এই বিশাল সংখ্যায় পদোন্নতি দেওয়া হলেও, ২০১২ সালের

টিসিএস রুলস অনুযায়ী টিসিএস'র বিভিন্ন গ্রেডে যত ক্যাডার থাকার

কথা, তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম ক্যাডার আছেন চাকরিতে। আবার

নতুন টিসিএস ক্যাডার হওয়া ২৩৮ জনের মধ্যে মহিলা এবং ধর্মীয়

সংখ্যালঘু অংশের প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। ২৩৮ জনে মহিলাদের সংখ্যা

মাত্রই ৪.৬২ শতাংশ। রাজ্যের প্রধান ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইসলাম

ধর্মালম্বীদের থেকে তিনজন আছেন, অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের

কতজন আছেন, তা জানা যায়নি। রুলস সংশোধন না করে ২৩৮ জনকে

পদোন্নতি দিয়ে গ্রেড-টু টিসিএস করায় চলতি কাঠামোতে শিক্ষিত

বেকারদের এই সার্ভিসে সরাসরি আসার সুযোগ কমলো। নতুন ক্যাডাররা

অ্যাডহক প্রমোশন পেয়েছেন। পদোন্নতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘদিন

ধরে মামলা চলছে, সেই মামলার চূড়ান্ত রায়ের সাথে এই পদোন্নতি

এরপর দুইয়ের পাতায়

সম্পর্কিত। মামলার চূড়ান্ত রায়ের পরেই

অভিজ্ঞতাবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত নেতার অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত একটি কর্পোরেট দল। তারা করোনা নিয়ে লাফালাফি করতে যতটা আনন্দ পায় ততটা গরিব মানুষের সঙ্গে নেই। কারণ, গরিবের তো করোনা নেই, এরপর দুইয়ের পাতায়

যদিও তাদের টিএসআর'র অন্য

জওয়ানরা বলে দিয়েছেন, সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছেন শংকর। বাড়িতে শংকরের দুই ভাই, স্ত্রী ছাড়াও তার দুই সন্তান রয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় শংকরের স্ত্রীর কাছে খবর যায়, তার স্বামী দুর্ঘটনায় পড়েছেন। সিঁড়ি থেকে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে বিশালগড় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয় শংকরকে। সেখানেই মারা যান তিনি। মৃত্যুর আগে কথাও বলতে পারেননি। তবে এই মৃত্যু নিয়ে বহু অভিযোগ তুলেছেন মৃতের পরিজনরা। মৃতের ভাই জানান, কিছুদিন আগে শংকরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল সহকর্মীদের। ট্যাঙ্কিতে হাত ধুয়ে সিনটেক্সে বাটি দিয়ে জল নিয়েছিলেন। এ নিয়ে ঝগড়া হয়। • **এরপর দুইয়ের পাতা**য়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। গত প্রায় দু'বছর ধরে বহুবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভিডিও বার্তায় রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, সকলে যাতে মাস্ক পরেন। সরকারের কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বেরিয়েছে শুধু এই বিষয়ক বিজ্ঞাপন করার জন্য। কিন্তু আদতে লাভ হয়নি। হয়তো সেই জন্যই শুক্রবার রাজ্য সরকার পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, আবার সাধারণ মানুষ থেকে মাস্ক না পরার কারণ দর্শিয়ে আর্থিক জরিমানা কবতে হবে। নতন বছবেব প্রথম দিন থেকেই মাস্ক না পরা থাকলে, সাধারণ জনগণের পকেট কাটবে এরপর দুইয়ের পাতায়
 প্রশাসন। আগের কয়েক দফার

মতই, পার পেয়ে যাবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী এবং প্রধানত শাসক দলের

অংশগ্রহণকারীরাও। টানা দু'বছর জরিমানার সিদ্ধান্তটি থেকে বিষয়টিকে প্রচারের আলোতে

কোভিড বিধি এবং মাস্ক পরিধানের প্রমাণিত। শুক্রবার কোভিড এবং ওমিক্রনকে কেন্দ্র করে এক দিনেই



সভা - সমাবেশগুলোত অংশগ্রহণকারী কর্মীরা। পার পাবেন বিরোধী দলের কর্মসুচিগুলোতে

এনেও, সরকার তথা প্রশাসন যে 'পাবলিক হেলথ' বিষয়ে ডাহা ফেল করেছে তা পুনরায় আর্থিক

দুই মেগা বৈঠক আয়োজিত হলো। প্রথমটিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব এরপর দুইয়ের পাতায়

নিজের স্বাথেই দুভিক্ষের জেলায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৪ ডিসেম্বর।। প্রথম ধাক্কাটা খেয়েছিলেন এডিসির ভোটে। জনজাতি মোর্চার সভাপতি হতে হয়েছিলো তাকে। দলের

পাহাড়ি দশ আসন দলের কজায়। আরও আট আসন সহযোগী শক্তির কজায়, নিজে সাংসদ হয়েও পাহাড়ের ভোটে প্রদ্যোত কিশোর

§ 9774414298 S Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001

লোক হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। '১৯-এর লোকসভা ভোটে শিক্ষকতা ছেড়ে এসে নির্বাচনে মথা, বিজেপি এবং আইপিএফটির লডে কিভাবে জয় পেয়েছিলেন — এর উত্তর -দক্ষিণ-পূর্ব - পশ্চিম এতে আগামীদিনে রেবতী ত্রিপুরার সম্পর্কে ধারণার বিন্দুবিসর্গও ছিলো না তার। দলীয় ক্ষমতার জেরে নিজে থেকেই এসে ধরা দিয়েছিলো সাহাড়ের ব্যর্থতার পুরো দায় মূলত তার কাছে। কিন্তু বিধানসভার

ক্রমেই তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। যেভাবে এগোচ্ছে তিপ্ৰা সংগঠন যেভাবে প্রতিদিন ভাঙছে নেতৃত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে জনজাতি মোর্চার সভাপতি হিসেবে চাপবে 🏻 • এরপর দুইয়ের পাতায়

সম্মানিয় গ্রাহক ও প্লাম্বারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আমাদের ৫৮ বৎসরের বহু প্রচলিত একমাত্র BRAND Oni-Plast নামের কিছু পরিবর্তন করিয়া বাজারে ব্যবসা শুরু করিয়াছে। সেই জন্য আমাদের গুণগ্রাহী গ্রাহকগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা *Oni-Plast*

লেখাটি দেখে নেবেন। আমাদের কোন দ্বিতীয় শ্রেণির উৎপাদন নেই। Ori-Plast is Ori-Plast

Tool free number 18001232123. www.oriplast.com

হিসেবে পাহাড়ের ভোটে নাস্তানাবুদ দেববর্মণের কাছে হেরে প্রায় ভূত হয়ে গিয়েছিলেন রেবতী ত্রিপুরা



কাছেও পাহাড়ের ভরসাযোগ্য প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ যেন

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

We have no any 2nd BRAND





সোজা সাপ্টা

একটু-আধটু

রাজনীতি যাদের পেশা তারা দল বা রাষ্ট্রের স্বার্থে একটু-আধটু মিথ্যা কথা বলতেই পারেন। মহাভারতেও যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সুতরাং অনেক সময়ে কঠিন পরিস্থিতিতে মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। ইংরেজিতে তো প্রবাদ বাক্যই আছে যে, ভালোবাসা ও যুদ্ধে সব কিছুই ঠিক। সুতরাং এই অবস্থায় রাজ্য রাজনীতিতে দল বা রাজ্য সরকারকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে যদি কেউ একটু-আধটু মিথ্যা কথা বলেন তাহলেও তা মেনে নেওয়া উচিত। প্রায় চার বছর হতে চললো একটা নির্বাচিত সরকারের। হিসাব মতো ১৪-১৫ মাস পরই বিধানসভা ভোট। মানুষ নিশ্চয় ২০২৩ বিধানসভা ভোটে ২০১৮ ভোটের কথা মনে করবে। আর মানুষ যাতে ২০১৮ বিধানসভা ভোটের আগের সব কথা মনে না করে তার জন্য অবশ্য এখন থেকেই একটু-আধটু মিথ্যা কথা বলা যেতেই পারে। প্রায় চার বছরে মানুষ কতটা আশা করেছিলেন বা মানুষের কতটা প্রত্যাশা ছিল তা নিশ্চয় আগামী বিধানসভা ভোটে বিচার বা আলোচনা হবে। আর যারা ক্ষমতায় নেই তারা যে শাসক দলের ভুল-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে তা তো প্রত্যাশিত। তবে ভারতীয় রাজনীতিতে 'জুমলা' একটা শব্দ এখন বেশ জনপ্রিয়। এতদিন এরাজ্যে এই শব্দটা তেমনভাবে প্রচার পায়নি। কিন্তু ইদানীং রাজ্য রাজনীতিতে এই 'জুমলা' শব্দটি বেশ শোনা যাচ্ছে অবশ্য রাজ্যের মানুষ নিশ্চয় বিচার করবেন যে, কে বা কারা বেশি মিথ্যা বলছে কারা কথা দিয়ে এখন ৩৬০ ডিগ্রি পাল্টি খাচ্ছে। অবশ্য আবারও বলছি, রাজনীতিতে একটু-আধটু মিথ্যা চলেই। তবে মানুষের কাছে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ না হলেই ভালো। মানুষ যদি চালাকি ধরে ফেলে তাহলেই কিন্তু সমস্যা।

ডিজিটাল

নথি

• তিনের পাতার পর নিয়ম মোতাবেক ওয়েবসাইটের নমুনা ঠিক করা হয়েছে। হাইকোর্টের ইকোর্টেস সার্ভিসেসের সিনিয়র সিস্টেম অফিসারকে ওসিআর পিডিএফ,ইত্যাদির কারিগরি বিষয় লিখে জেলা এবং মহকুমা আদালতগুলির সিস্টেম অফিসারদের দিতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই আবেদন ই-ফাইল করতে হবে। কোভিড সময়ে দীর্ঘদিন আদালতের কাজকর্ম অনলাইনে চলছে।

চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি

• ৬-এর পাতার পর পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

সুযোগ রয়েছে ঃ টিপিএসসি

৬-এর পাতার পর ধর্মনগর, কৈলাসহর, উদয়পুরের কোথায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তা উল্লেখ করে দেবেন। লিখিত পরীক্ষা এবং টাইপ টেস্টের সময়সূচি এবং নির্দিষ্ট স্থান পরবর্তী সময়ে কললেটারে জানানো হবে। শৃণ্যপদগুলি হল — আইটেম নং - (০১) ঃ এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কামটাইপিস্ট ঃ শুন্যপদ ৫০টি। এর মধ্যে ১১টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ১৬টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। অসংরক্ষিত ২৩টি পদের মধ্যে আবার ১টি পদ রয়েছে এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য। সর্বোপরি ৫০টি পদের মধ্যে ২টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। পদগুলো স্থায়ী, গ্রুপ - সি, নন্-গেজেটেড।

রেবতী ত্রিপুরার অমৃত আয়োজন

• প্রথম পাতার পর তার কাঁধেই। এর মধ্যেই খুমুলুঙ-এ বাইচুং ভূটিয়াকে এনে তিপ্রা ফুটবল লিগ চালানো, যুব সমাজকে ধরে রাখতে তিপ্রা ফেস্টিভাল এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বুবাগ্রা গোটা পাহাড়কে যেন নতুনভাবে জাগিয়ে তুললেন। তিপ্রাল্যান্ড কিংবা গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড খায় না মাথায় দেয় জাতীয় স্বপ্ন হলেও পাহাড় আপাতত প্রদ্যোত মাণিক্যের দখলে। বুবাগ্রার কল্পিত গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের কাছে ভেঙে চুরমার এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার স্লোগান। আর এ থেকেই নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আমবাসায় আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের আয়োজন করেছেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। যেখানে প্রায় কেন্দ্রীয় হাফ ডজন মন্ত্রীকে এনে হাজির করিয়ে উৎসব পালনের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। এর মাধ্যমে জনজাতিদের কাছে বার্তা দিতে চেয়েছেন পাহাডি উন্নয়ন একমাত্র তিনিই করতে পারেন। কারণ, এক দঙ্গল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শুধুমাত্র তার কথা রাখতেই আমবাসায় এসে হাজির হয়েছেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ রাজ্য নেতাদেরও হাজির করিয়ে নিজের ক্ষমতা দেখাতে চান রেবতী। আর খুমুলুঙ-র লাকি আলি ও পাপন'র সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিকল্প হিসেবে রেবতী ত্রিপুরা এনে হাজির করছেন ইন্ডিয়ান আইডলখ্যাত সলমন আলি এবং অন্বেষা দত্তকে। যেখানে রেবতী ত্রিপুরা এতটাই ভীত যে আমবাসার এই আয়োজনে জোট সরকারের মন্ত্রী তথা সহযোগী শক্তি আইপিএফটির এনসি দেববর্মা, মেবার কুমার জমাতিয়াকে পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন না, পাছে কতিত্ব তাদের কাছেও কিছটা চলে যায়। নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকা রেবতী এখন যেনতেনপ্রকারেণ নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কারণ, পাহাড়ে সংগঠন যেভাবে ভাঙছে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও জনজাতিরা যেভাবে বিজেপির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন এতে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন রেবতী। যীষ্ণু দেববর্মা উপমুখ্যমন্ত্রী হলেও কোনওভাবেই পাহাড়ের দায় তার কাঁধে যাবে না। এটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন রেবতী ত্রিপুরা। কারণ, জনজাতি মোর্চার গুরুদায়িত্ব তার কাঁধে। সেদিক থেকে নিজেকে প্রমাণ করার জন্যই হাতিয়ার করেছেন আজাদি কা অমৃত মহোৎসব-এর সোনালী সুযোগ। রেবতীবাবু বুঝতে পেরেছেন ঠিক কোন জায়গায় টিপে ধরলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র আবেগকে ছোঁয়া যাবে। মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝানো যাবে জনজাতিদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু। আরও বোঝানো যাবে পাহাড়ে সংগঠন ধরে রাখতে নানা ভাবনায় তিনি নিজের সূজনী শক্তিতে ভরপুর। তিপ্রা মথা'র পরগাছা নয়, নিজস্ব সংগঠনে ভর করে রেবতীর উপর আস্থা রাখাই যে বিজেপির শ্রেয় হবে এটাও বোঝাতে চান তিনি। এডিসি নির্বাচনের পরাজয় ভুলিয়ে তিনি যে নিজের পায়ে ভর করে আগামীদিনে কিছু করতে পারবেন এটা বোঝানোর জন্যেই কোটি টাকার আয়োজনে চলছে অমৃত মহোৎসবের আয়োজন — আর সেই জেলাতেই এই আয়োজন, যে জেলা রাজ্যের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া বলে সরকারি তথ্যের খবর। যে জেলায় এখনও গোটা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন, যে জেলায় এখনও সবচেয়ে বেশি আন্ত্রিক আর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে, যে জেলা এখনও শিক্ষায় সব থেকে পিছিয়ে, যে জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষেরা মনে করেন মিছিলে হেঁটে যাওয়ার চেয়ে দু'দিন রেগার কাজ বাড়িয়ে দিলে তাদের পরিবারের উন্নতি সাধন হয়। যারা মনে করেন হাসপাতালে ওযুধ লিখে দেওয়ার চেয়ে কিছু ওযুধ যদি হাসপাতাল থেকেই পাওয়া যায় তাহলে রোগীর চিকিৎসাটা হয়ে যায়, অন্যথায় ডাক্তার দেখিয়েও ওষুধের অভাবে রোগীর মাঝেই পড়ে থাকতে হয়। রেবতী ত্রিপুরা সেই গশুছড়ার বাসিন্দা হয়েও জনজাতিদের দুঃখ ভুলে এবার আনন্দের অমৃত মহোৎসবে মেতেছেন তিপ্রা মথা'র ভয়ে। নিজের পদ ঠিক রাখতে, দলের মাঝে নিজেকে প্রদ্যোত মাণিক্যের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে তার ঘনিষ্ঠজনেরাই বলছেন, জনপ্রিয়তায় এই মুহূর্তের জনজাতিদের কাছে প্রদ্যোত মাণিক্য শীর্ষে আরোহণ করছেন। তার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড যতই বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন কল্পনা হউক, জনজাতি আবেগে বুবাগ্রাই এখন তাদের ভবিষ্যৎ। জনপ্রিয়তায় তার ধারে-কাছেও নেই কাকা যীফু দেববর্মণ কিংবা রেবতী ত্রিপুরা। নিজের সেই ব্যর্থতা ঢাকতেই এবার রেবতীর অমৃত মহোৎসব শুরু দুর্ভিক্ষের জেলায়।

তাড়া খেয়ে পালালো পুলিশ

• প্রথম পাতার পর পুলিশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশের উপর আক্রমণকারী এদিন জনজাতি মহিলাদের গ্রেফতার করা হলো না। উল্টো কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচলো পুলিশের জাম্বো দল। যদিও সাংবাদিকদেরকে এসডিপিও পরে জানিয়েছেন, তারা প্রায় তিন কানি গাঁজা বাগান ধ্বংস করে দিয়েছেন। ঘটনা কল্যাণপুর থানাধীন উত্তর মহারানিপুরের। ঘটনা উত্তর মহারানিপুরের। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিও সোনাচরণবাবুর কাছে খবর ছিলো উত্তর মহারানিপুর এলাকার জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বিশাল পরিমাণে জমিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে গাঁজা গাছ। খবর পাওয়া মাত্রই প্রভিশনারি পিরিয়ডে থাকা ডিএসপি প্রসেনজিৎ দাস, কল্যাণপুর থানার ওসি শুল্রাংশু ভট্টাচার্য, দুই সাবইনসপেকটর জয়ন্ত দেবনাথ এবং বিশ্বজিৎ চৌধুরী সহ ৭১ নং ব্যাটেলিয়নের সিআরপিএফ জওয়ান ও টিএসআর-র জাম্বো দল নিয়ে গাঁজা বাগানের খোঁজে অভিযান চালান এসডিপিও নিজে। জানা গেছে, উত্তর মহারানিপুরের দেওয়ান সর্দারপাড়া ও অধুমিঞা এলাকার জঙ্গলে মিলে যায় গাঁজা বাগানের খোঁজ। সঙ্গে সঙ্গেই তা ধ্বংস করার কাজেও লেগে যায় পুলিশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঠি, টারুল এবং কেরোসিনের ড্রাম নিয়ে চার/পাঁচজন মহিলা পুলিশের দিকে তেড়ে আসে। এরপরই রণে ভঙ্গ দেয় পুলিশ। বিপদ বুঝে তারা কিছুটা পিছিয়ে আসতেই বিকল্প পথ দিয়ে ঘুরে এসে পুলিশকে ঘিরে ধরে ওই মহিলারা। এরপরই শুরু হয়ে যায় পুলিশের সঙ্গে ওই জনজাতি মহিলাদের ধস্তাধস্তি। পর্যাপ্ত মহিলা পুলিশ থাকা সত্ত্বেও তারা নাকি ওই জনজাতি মহিলাদের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। এর মধ্যেই এসডিপি সহ জনাকয় পুলিশ কর্মীর গায়ে কেরোসিন ছিটিয়ে দেয় উত্তেজিত মহিলারা। এমনকী এসডিপিও'র গাড়িতেও কেরোসিন ঢেলে দেয়। পরে মহিলা পুলিশ কর্মীরা কোনওক্রমে কেরোসিনের ড্রাম ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, সিআরপিএফ, টিএসআর এবং পুলিশের বড়সড় দল থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র চার/পাঁচজন উত্তেজিত মহিলার কাছে নতজানু হয়ে গোটা দলটিকে ফিরে আসতে হয়। পুলিশ সূত্র বলছে, ইচ্ছা করলেই পুলিশ সেখানে বল প্রয়োগ এমনকী অস্ত্র প্রয়োগও করতে পারতো। কিন্তু পরিস্থিতি যে পর্যায়ে ছিলো এতে পুলিশ বল প্রয়োগ করলে ঘটনা নিশ্চিতভাবেই অন্যদিকে মোড় নিতো। যা রাজ্যে হয়তো-বা নতুন করে অশান্তির সৃষ্টি হয়ে যেতো। গাঁজা বাগান ধ্বংসের দিক থেকে মোড় ঘুরে গিয়ে সামনে চলে আসতো অন্য ইস্যু। এসডিপিও ওই জনজাতি মহিলাদের সেই ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেই বল প্রয়োগ না করে পিছু হটেছেন। প্রশ্ন উঠছে, পুলিশের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর পরেও মহিলা পুলিশরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন কেন? কোনওরকম বল প্রয়োগ না করেও ওই জনজাতি মহিলাদের গ্রেফতার করা যেতো। তাহলে পুলিশ সেটাই বা করলেন না কেন? এই ঘটনার সঙ্গে সেটিং-এর কোনও গল্প জড়িত নেই তো— প্রশ্ন উঠছে সেটা নিয়েও।

জে পি নাডা

• প্রথম পাতার পর সভাপতির

এটা রুটিন সফর। সভাপতি হিসেবে তিনি দেশের প্রতিটি রাজ্য বছরে অন্তত একবার সফর করবেন ---এটাই রেওয়াজ। সেদিক থেকে তার এই সফর নিয়মতান্ত্রিক। অপর একটি সূত্র বলছে, সাংগঠনিক স্তরে সভাপতির রাজ্য সফর যে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতারাই বহুদিন ধরে নাড্ডার কাছে আবেদন জানিয়ে আসছিলেন। কারণ, রাজ্যে বিজেপির সরকার চললেও দল যে খুব একটা ভালো চলছে তা একেবারেই নয়। বরং দলে একটা চোরাস্রোত বইছে, তা স্পষ্টতই দৃশ্যমান। ক্ষমতায় থাকার কারণে টের না পাওয়া গেলেও এই চার বছরের সরকারেই দলের বিরুদ্ধে একটা তীব্র জনমত গড়ে উঠেছে তাও প্রায় পরিষ্কার। সুদীপ রায় বর্মণদের নেতৃত্বাধীন একটা অংশ এখনও বিজেপিতে থাকলেও তারা প্রায় নিষ্ক্রিয়। এরা দলে থেকেও নিষ্ক্রিয় থাকা যেভাবে দলের কাছে আতক্ষের অবশ্যই দলের জন্য ক্ষতিকর। তেমনি এদের ছেড়ে যাওয়াও কিংবা ছাড়িয়ে দেওয়াও দলের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ, বিজেপি এখনও ত্রিপুরায় আবেগ নির্ভর দল। সাংগঠনিক দিক থেকে একেবারেই বালির স্তরের উপর দাঁডিয়ে থাকার মতো অবস্থায়। ফলে এ বিষয়টি নিয়েও যে দলকে আগামীদিনে ভাবতে হবে তাও একটা এজেন্ডা। প্রথমে ঠিক ছিলো, বলা ভালো বিজেপির তরফে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের সময়ে জে পি নাড্ডা ত্রিপুরা সফর করবেন। কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠেনি। সেই সময়ে জে পি নাড্ডার সফর পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে নানা মহলে নানা মত প্রচারিত হতে থাকে। কিন্তু আগামী ২ জানুয়ারি তিনি যে রাজ্যে আসবেন তা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। তবে সফরের সময়ে তিনি কি সূচি মেনে কার্যক্রমে অংশ নেবেন তা এখনও জানা যায়নি।

শুভজিৎ ধর

• আটের পাতার পর - মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, মাসখানেক আগেও মুখ্যমন্ত্রী রাতে পায়ে হেঁটে সরকারি বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় একটি গাড়ি দ্রুত গতিতেই মুখ্যমন্ত্রীর পাশ দিয়ে গিয়ে পুলিশের এক গাড়িতে ধাক্কা মেরেছিল। এরপর আবারও এই ধরনের ঘটনা সামনে এসেছে।

আদালতের অসপ্তোষ

• আটের পাতার পর - ক্ষেত্রে পুলিশি গড়িমসি সুবিচারকে বিঘ্ন করে বলে বিচারপতি আদেশে উল্লেখ করে বলেছেন, তদন্ত সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষভাবে পরিচালিত করা হবে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ যাতে লোপাট না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চ আদালতের রায়ে ৩০৭ ধারা মামলায় যুক্ত হওয়ায় প্রাক্তন সৈনিক নারায়ণবাবু কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। ২০ বছর সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে দেশসেবা করার পর এভাবে হিংসাশ্রয়ী প্রাণঘাতী আক্রমণের মুখে পড়বেন তা ধারণার মধ্যে ছিল না। রিট আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পড়েছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ, আইনজীবী সমরজিৎ ভট্টাচার্য ও কৌশিক নাথ প্রমুখ।

নাজেহাল

চারের পাতার পর বেশি ভাড়া আদায় করছে। অন্যদিকে শুক্রবার ম্যাজিক গাড়ি চালকের দাদাগিরি প্রত্যক্ষ করেছে যাত্রীরা। এদিন বিশালগড় চৌমুহনিতে উদয়পুর থেকে আসা বাসগুলিকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না একাংশ ম্যাজিক গাড়ির চালক। যার ফলে সাধারণ যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। রাজ্যের পরিবহণ দফতর যাতে এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার জন্য দাবি জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীসহ সাধারণ নাগরিকরা।

চিকিৎসকরা

পাঁচের পাতার পর
 করেছেন
 অনেকেই। শিবিরে বেশ
 কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
 উপস্থিত থাকায় অনেক গরিব
 অংশের মানুয তাদের মাধ্যমে
 পরিষেবা গ্রহণ করতে পেরেছেন।

অফিসার্স সংঘ

• পাঁচের পাতার পর এসেছে।
যোগ্য ব্যক্তিদের বঞ্চনার অবসান
ঘটেছে বলে মনে করছে সংগঠন।
তাদের মতে কর্মচারীকুলে
ইতিবাচক মনোভাবের বিকাশ
ঘটেছে। নেতিবাচক মানসিকতার
অবসান ঘটতে যাচেছ। তারা
নন-গেজেটেড আধিকারিক ভুক্ত
কর্মচারীরা মনে করেন এর ফলে
নতুন উদ্যম এবং নতুন উৎসাহ
নিয়ে এখন কাজ চলবে। এই
ধরনের সিদ্ধান্তের জন্য সংগঠন
রাজ্য সরকারকে অসংখ্য
অভিনন্দন জানিয়েছে।

পদ্মের শহরে লাল গোলা

• প্রথম পাতার পর কেবল পেট আর এই পেটের গল্পে সিপিএম. বিজেপি এক। বিজেপি রেশনে বিনা মূল্যে চাল দিচ্ছে তাতে তাদের লাভ হচ্ছে। আবার সিপিএম করোনা নিয়ে জনগণকে সাবধান করছে। দেখা গেছে, সিপিএম ক্ষমতা থেকে চলে যাবার পর একদল গরিব মানুষ শাসক দলের মার, হামলা, রেগা বন্ধ করে দেওয়া, জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সভায় আসছেন। মাঠ ভরাচেছন। এরা আসলে গরিব অংশের লোক যারা সিপিএমকে গরিবের দল বলে মনে করেন এবং বিজেপি আসার পর যেহেতু তারা গরিবের জন্য কাজ করতে পারেননি তাই সিপিএমই যে গরিবের পার্টি তা তারা আরও বেশি বেশি করে বিশ্বাস করেন। এরা এই পার্টির শক্তি বটে কিন্তু কৌশল

নির্ধারক নয়। কৌশল প্রণেতা করেন। সেই রিপোর্টেই খুশি থাকে ছিলেন লোক্যাল কমিটির দল। এরা আজও কিন্তু কৃষক সভার সেক্রেটারি, জেলা বা বিভাগীয় সমাবেশে সামনের আসন অলঙ্কৃত কমিটির সদস্য, যারা তিন মার্চে করেছেন। কেন করেছেন? কারণ, ভোট গোনার পর আর বাড়ি যাননি। সমাবেশ তো আগরতলায়, নিজের এরা আগরতলাতে ঘর ভাড়া করে এলাকায় নয়। এরা আগরতলার থাকেন। তাদের ছেলেমেয়ে এক বাইরে মানে নিজ এলাকায় যান না। কোটি টাকায় বহির্বাজ্যে অথচ এনাদের চেহারার চেকনাই মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছে, কোর্স দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। শেষ করতে আরও তিন চার বছর তুলনায় এই সাডে তিন বছরে বহু বাকি মানে আরও এক বা অর্ধ কোটি বিজেপি নেতার ন্যাংটি খুলে গেছে দরকার। এইসব নেতারা আজ কিন্তু ব্যবসার পুঁজি ভেঙে। এনারা কিন্তু ক্ষমতার বাইরে থেকেও বেশ আছেন একই কিংবা আরও বেশি ফুরফুরে। এরাই যেহেতু ২০১৮ সুখে। থাকতেই হবে যতদিন না সালের ভোটের আগে পার্টিকে ছেলেমেয়ে ডাক্তার হয়ে না বের রিপোর্ট পাঠাতো, "সব কুছ ঠিক হচ্ছে বা চাকরি বাগাচ্ছে। কথা হ্যায়", আজও কিন্তু এলাকায় না এদের এই স্বার্থের সঙ্গে সেই থেকেও তারা সেইসব রিপোর্ট তৈরি মানুষগুলির স্বার্থকে কিভাবে করেন, এলাকার কর্মসূচি গ্রহণ

শার্টির শক্তি বটে কিন্তু কৌশল করেন, এলাকার কর্মসূচি গ্রহণ মেলাবেন মানিক বাবুরা ? যারা মানুষগুলিকে কেন আর ফেলা ? কেন মানুষ শাসকের রোষানলে ফে

 প্রথম পাতার পর তাদের পদোন্নতির স্থায়ী ব্যবস্থা হবে। তাছাড়াও ত্রিপুরা হাইকোর্টে দুইটি মামলা এই বছরে হয়েছে, আরেকটি মামলায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গত অক্টোবরে, সেসবের সাথেও তাদের পদোন্নতি সম্পর্কিত। এককালীন ব্যবস্থা হিসেবে অ্যাডহক প্রমোশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ার পরে, সেই নিয়েও মামলা হয়েছে। পদোন্নতির নোটিশে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত যে যে পদে আছেন, সেখানেই চাকরি করবেন। এই পদোন্নতির ফলে কর্মচারীদের কোনও সিনিয়রিটি হবে না, তেমনি নিয়মিত পদোন্নতিও নয় এই অ্যাডহক প্রমোশন। টিসিএস (টুয়েন্টি নাইনথ অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস অনুযায়ী সিনিয়র সিলেকসন গ্রেডে থাকতে হবে ৯২ অফিসার, টিসিএস-গ্রেড-ওয়ান-এ থাকবেন ১৬৯ অফিসার, টিসিএস-গ্রেড-টু-এ থাকবেন ৪৮০ অফিসার। মোট ৭৪১ ক্যাডার থাকার কথা। সাধারণ প্রশাসনের (জিএ) একটি সূত্র জানাচ্ছে, সিনিয়র সিলেকশন গ্রেডে এখন আছেন ৬০ জন, গ্রেড-ওয়ানে আছে ৭২ জন , এবং গ্রেড-টু'তে আছেন ১৯৬ জন, নতুন ২৩৮ জনকে ধরে নিলে গ্রেড-টু'তে হবেন ৪৩৪ জন। প্রয়োজনীয় অফিসারের থেকে সিনিয়র সিলেকশন গ্রেডে ৩২ জন, গ্রেড-ওয়ানে ৯৭ জন এবং গ্রেড-টুতে ৪৬ জন কম আছেন, মোট কম হচ্ছেন ১৭৫ জন। সিনিয়র সিলেকশন গ্রেডের অফিসাররা জেলা স্তরের উঁচু পদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দফতরের অধিকর্তা'র পদে থাকেন। এই গ্রেডের ৯২ ক্যাডারের মধ্যে ২০ শতাংশ ট্রেনিং, ২০ শতাংশ ডেপুটেশন'র জন্য থাকবেন, এবং ১০ শতাংশ লিভ রিজার্ভ হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। এই তিন ধরনের রিজার্ভে থাকছেন ৫০ শতাংশ, সরাসরি কাজে পাওয়া যায় ৫০ শতাংশকে। এই ক্ষেত্রে ৩২ জনের অভাব রয়েছে। দেখা যায় একজন অফিসারের ওপর একাধিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। গ্রেড ওয়ান অফিসারদের ৯৭ জনের অভাব রয়েছে, থাকার কথা ১৬৯ জনের, মানে অর্ধেকের বেশি পদই খালি পড়ে আছে। গ্রেড-টুতে সবচেয়ে বেশি পদ, এই পদেই ক্যাডাররা চাকরি শুরু করেন। ২০১২ সালের পর আর রুলস সংশোধন হয়নি, অথচ কাজ বেড়েছে, যেমন ফায়ার সার্ভিসে এখন সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সরাসরি টিসিএস ক্যাডার নিয়োগে অনেক পদ থাকছে না, আবার, রুলস সংশোধন না করে ২৩৮ জনকে পদোন্নতি দিয়ে গ্রেড-টু টিসিএস করায় শিক্ষিত বেকারদের এই সার্ভিসে সরাসরি আসার সুযোগ কমে গেল। মামলার ফলে পদোন্নতি নিয়ে ঝামেলা থাকলেও, নতুন টিসিএস ক্যাডার নিয়োগ হয়েছে সেই মামলার পরেও। বিজেপি ক্ষমতায় এসে চলতি টিসিএস ক্যাডার নিয়োগের প্রক্রিয়াই বাতিল করে দিয়েছিল। সেই নিয়ে হাইকোর্টে মামলাও হয়েছে। সেই মামলায় বাতিল হওয়া প্রক্রিয়া চালু করার নির্দেশও হয়েছিল। শুধু টিসিএস ক্যাডার নিয়োগের প্রক্রিয়াই নয়, অন্য চাকরির চালু প্রক্রিয়াও বাতিল করে। দিয়েছিল। অন্য চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল নিয়েও মামলা হয়েছে, সেরকম এক মামলায়ও সরকারের বিপক্ষে গেছে আদালতের নির্দেশ।

১লা জানুয়ারি থেকে জরিমানা

• প্রথম পাতার পর দেব কাণ্ডারি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। দ্বিতীয়টিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব সরকারের প্রতিটি দফতরের সচিবদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দুই বৈঠকেরই মূল লক্ষ্য একটাই— জানুয়ারির শেষ থেকে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি, ওমিক্রন থাবা বসাতে পারে রাজ্যে— এই থেকে রাজ্যকে 'রক্ষা করা'। এদিন দুপুর ১টায় মহাকরণের কনফারেন্স হলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এবং তথ্য, সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে নিয়ে ওমিক্রন বিষয়ক (বলা ভাল কোভিড বিষয়ক) বৈঠকটি সম্পন্ন করেন। তাতে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব সহ দফতরের অন্য শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে সন্ধ্যে ৬টায় রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক কোভিড বিষয়ক রাজ্যস্তরীয় যে টাস্কফোর্স, তার সদস্যদের নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠকটি সম্পন্ন করেন। দুটো বৈঠক মিলিয়ে যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিটি সিদ্ধান্তই রাজ্যবাসীকে সস্থ রাখার অঙ্গীকারে নেওয়া। কিন্তু পাশাপাশি এদিনের সিদ্ধান্তসমূহের সবচেয়ে 'মারাত্মক' যে বিষয়টি তা পুনরায় রাজ্যবাসীকে বিড়ম্বনায় ফেলবে। গত দু'বছরে কোভিডকালীন সময়ে জেলা প্রশাসন, পুর নিগম এবং পুলিশ প্রশাসনের তরফে রাজ্যবাসীদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা জরিমানা নেওয়া হয়েছে মাস্ক না পরার জন্য। সেই পরিস্থিতি আবার ফিরে এলো বলে। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই শহর এবং রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের কর্মীরা নেমে পডরেন জরিমানা আদায়ের লক্ষ্যে। ময়দানে নামবেন পুলিশ প্রশাসন এবং নিগম কর্তৃপক্ষও। শুধু পার পেয়ে যাবেন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা। পার পেয়ে যাবেন শাসকদলের সভা সমাবেশে যোগদানকারী সকলেই। পার পাবেন বিরোধী দলের সভা সমিতিতে অংশগ্রহণকারী নেতা-নেত্রী এবং কর্মীরাও। ভোগান্তি যত সাধারণ নাগরিকের। এদিন মহাকরণে অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলোতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই মাসের শেষদিন পর্যন্ত মাস্ক বিষয়ক প্রচার চালাবে প্রশাসন। তবে প্রচারটি বড়দিন এবং নতুন বছরের আবহে কতটা জনমানসে গিয়ে পৌঁছবে, তা সহজেই অনুমেয়। জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখ থেকেই মুখে মাস্ক না থাকলে জরিমানা আদায় শুরু হবে। শুধু তাই নয়, এদিন বৈঠকে ডাক্তাররা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এই বিষয়টিও তুলে ধরেন যে, জানুয়ারির শেষদিক থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি মাসটি রাজ্যে ওমিক্রন প্রভাবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ মাসের ২ তারিখ দেশে প্রথম ওমিক্রন রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। গত ২৩ দিনে সংখ্যাটি ৩৫৮তে গিয়ে ঠেকেছে। গত এক সপ্তাহে লাফিয়ে বেড়েছে ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। যতজন এখন পর্যন্ত দেশে আক্রান্ত, প্রায় সকলেরই বহির্দেশ থেকে আসার রেকর্ড আছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজ্যের জনগণকে সজাগ করার জন্য আবারও আর্থিক জরিমানার পথে হাঁটবে প্রশাসন। এদিনের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে, হোম কোয়ারেন্টাইন এবং হোম আইসোলেশনে যেসব রোগীরা থাকবেন, তাদের কড়া নজরে রাখতে হবে। গতকাল দেশের প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কোভিড এবং ওমিক্রন নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের পরই শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনার ক্যাভিনেটের চার মন্ত্রীকে নিয়ে বৈঠক করেন। কিন্তু এদিনের বৈঠকে আবারও একথা প্রমাণিত হলো, গত প্রায় দু'বছরের ব্যবধানেও রাজ্যবাসী মাস্ক পবা নিয়ে সচেতন হননি। আর হননি বলেই, লক্ষ লক্ষ টাকা মাস্ক বিষয়ক বিজ্ঞাপনে খরচ করার পরে এবং দফায় দফায় রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী ভিডিও বার্তা দিয়েও সঠিক 'আউটপুট' পাননি। তার ফল হিসেবে নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই আর্থিক জরিমানার দিকে এগোবে রাজ্য সরকার।

প্রয়াত কিংবদন্তি গোলকিপার সনৎ শেঠ

• সাতের পাতার পর আনেক স্মৃতি। বছর খানেক আগেই চলে গিয়েছিলেন সনৎ শেঠের স্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন সনৎবাবু। ভাল করে হাঁটতে পারতেন না। ক্রাচ ছিল তাঁর সঙ্গী। ১৯৪৯-৬৮ এই ১৯ বছর ময়দানে দাপিয়ে খেলেন তিনি। যখন যে দলের হয়ে খেলেছেন, সেই দলকে নির্ভরতা জুগিয়েছেন। রেলওয়ে এফসি তাঁর প্রথম ক্লাব। তার পর এরিয়াল, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন তিনি। একসময়ে এক সাক্ষাৎকারে সনৎ শেঠ বলেছিলেন, "রেলওয়ে এফসি-তে আমার জন্ম। এরিয়াল আমার মামার বাড়ি। ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান আমার মাসি-পিসির বাড়ি।"তখন ১৯৪৯ সাল। সনৎ শেঠের বয়স তখন ১৯। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা লিগে দাপিয়ে গোলকিপিং করছেন তিনি। হঠাৎতই একদিন তিনি ডাক পান রেলওয়ে এফসি ক্লাবের থেকে। সেই সময়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচে রেলওয়ে এফসির প্রথম গোলকিপার অসুস্থ ছিলেন। দ্বিতীয় গোলরক্ষকের চোট। সেই কারণেই ডাক পড়েছিল সনৎ শেঠের। সেই শুরু। এর পরে ১৯৫২ সালে এরিয়ালে সই করেন। ১৯৫৭ সালে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পিঠে চাপান। পরের বছর মোহনবাগানে চলে আসেন। ছ' বছর সবুজ-মেরুনে খেলার পরে ফের এরিয়ানে ফেরেন তিনি। তিন বছর খেলে ইস্টবেঙ্গলে যান। লাল-হলুদে খেলেই ময়দানকে বিদায় জানান সনৎ শেঠ।

যোগ্য করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা

• সাতের পাতার পর পুরস্কারস্বরূপ রঞ্জি দলে সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু একটি ম্যাচেও তাকে দলের প্রথম একাদশে রাখা হয়ন। কিন্তু স্কোয়াডে থাকার কারণে আট ম্যাচের জন্য ৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ম্যাচ মানি পেয়ে গিয়েছিল। দুই বছর আগে একইভাবে আরও এক অযোগ্য ক্রিকেটারকে এভাবেই যোগ্য করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। সেই ক্রিকেটার আবার ছিল রাজ্যের প্রভাবশালী এক মন্ত্রীর নাতি। এই বছরও ফের এসব অযোগ্য ক্রিকেটারদের যোগ্য করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে অনুর্ধ্ব ১৯ দলকে নিয়ে ক্রিকেট মহলে প্রবল শুঞ্জন। শুরুর দিকে বয়সের কারণে মূল দলের অনেক ক্রিকেটার বাতিল হয়ে যায়। এরপরই খেলা শুরু হয়। বেশ কয়েকজন সাধারণ মানের ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া হয়। শুধু দলে নেওয়া হয় এমন নয়, টিসিএ-র তরফে নাকি টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, প্রথম একাদশেও এদের রাখতে হবে। অভিযোগ, সিনিয়র কোচ গৌতম সোমও (জুনিয়র) টিসিএ-র এই নির্দেশে অসহায় হয়ে পড়েন। ইচ্ছা না থাকলেও কয়েকজন সাধারণ মানের ক্রিকেটারকে ভিনু মানকড় ট্রফি থেকে প্রতিটি ম্যাচে খেলিয়ে আসছে টিম ম্যানেজমেন্ট। কখনও এক ক্রিকেটারকে ওপেন করতে পাঠানো হয়, আবার কখনও তাকে নতুন বল হাতে তুলে বলা হয় স্পিন বোলিং করতে। আর বঞ্চিত হয় অনেক যোগ্য ক্রিকেটাররা। কিছুসংখ্যক অযোগ্য ক্রিকেটার কিরেকেটার প্রতিভার উপর ভরসা না করে এভাবেই ফাঁদে পড়ে যাছে। অতীত সাক্ষী, এভাবে অনেক ক্রিকেটার হারিয়ে গেছে। বর্তমান অনুর্ধ ১৯ দলের অনেক ক্রিকেটারের ক্ষেত্রেও তাই হবে বলাই বাহল্য। ক্রিকেট যখন রাজনীতির সাথে পুরোপুরি মিলে যায় তখন এর চেয়ে ভালো আর কি হবে?

সত্যিই এলাকা থেকে এসেছেন? যারা চান তাদের পার্টিটা আবার ফিরে আসুক ক্ষমতায়, দরকারে রেগা বন্ধ থাকুক, বন্ধ থাকুক ছেলে মেয়ের পড়াশোনা, বউয়ের চিকিৎসা— তাদের সঙ্গে করোনাপ্রেমী মুখোশধারী দলের মাঝ বরাবরের নেতাদের কিভাবে মেলাবেন? পুর ভোটে দেখা গেছে এইসব মাঝ বরাবরের নেতারা দুপুর বারোটাতেই ভাতঘুমে চলে গেছিলেন। তাদের আর পাওয়া যায়নি, কারণ তারা জানতেন দলের নেতা সন্ধ্যায় প্রেস মিট করবেন শাসক বিজেপির সন্ত্রাস আর ভোট চুরি নিয়ে। এই বিষয়গুলির সমাধান ছাড়া কিন্তু মানিকবাবুরা আর ১৫ মাস পর বিজেপিকে ঠেকিয়ে রাখার যে স্বপ্ন দেখছেন তা করোনার লকবিরতি হয়েই থাকবে। অনর্থক গরিব মানুষগুলিকে কেন আর ফ্যাসাদে ফেলা? কেন মানুষগুলিকে শাসকের রোষানলে ফেলা? এর চেয়ে তো অনেক ভালো ডুপ্লেক্স বাড়ি, দামি গাড়ির জীবন।

রহস্য মৃত্যু

 প্রথম পাতার পর এক অফিসার থাপ্পড় দেন শংকরকে। এ নিয়ে শংকর জানিয়েছিলেন, বাটি ধুয়ে জল নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এরপরও তাকে মারা হয়েছে। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন সমস্যা চলে। এদিকে, মৃতের স্ত্রী জানান, সন্ধ্যায় তিনি ফোন করেছিলেন স্বামীকে। কিন্তু ধরেননি। কিছুক্ষণ পর একজন জানান, তার স্বামী ভাত নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় পড়ে গেছেন। তাকে বিশালগড় হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু মৃতদেহ দেখে তিনি নিশ্চিত হন এটা খুন। ব্যাটেলিয়নে তাকে ব্যাপক মারধর করা হয়েছে। লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছে। এই কারণেই মারা গেছেন শংকর। এই ঘটনায় কমান্ডেন্ট অমরজিৎ দেববর্মাকেও দায়ী করছেন তিনি। এই ঘটনায় পুলিশি তদন্তের দাবি উঠেছে। তবে রাত পর্যন্ত টিএসআর'র পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য দেওয়া হয়নি। গোটা ঘটনা নিয়েই রহস্য তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগেই কোনাবনে দুই টিএসআর জওয়ানকে গুলি করে হত্যা করেছিল এক রাইফেলম্যান। পরে থানায় গিয়ে অস্ত্রসহ ওই জওয়ান আত্মসমর্পণ করেন। এই ঘটনা নিয়ে তদক্ত চলছে পুলিশের। এখন প্রথম ব্যাটেলিয়নে জওয়ানের রহস্য মৃত্যু নিয়েও খুনের অভিযোগ তুললেন পরিজনরা।

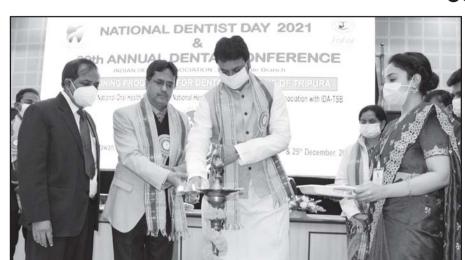
পদকজয়ী বক্সাররা

মর্যাদা ও গর্ব বাডিয়েছে। পদক জয়ীরা তাঁদের সাফল্য ও প্রশংসার জন্য নিজেদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবেন না এবং তাঁরা লক্ষ্যপূরণে আরও এগিয়ে যাবেন বলে ক্রীডা মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। অর্জিত সাফল্য ও প্রশংসায় তুষ্ট না হয়ে তাঁদেরকে আরও সাফল্যের জন্য কঠিন পরিশ্রমের পরামর্শ দেন ক্রীড়া মন্ত্রী। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, কঠোর পরিশ্রম ও প্রয়াসের মাধ্যমে তাঁদের এই পদক জয় থাই বক্সিং এর প্রতি আকৃষ্ট হতে রাজ্যের তর গ ও যুবাদের অনুপ্রাণিত করবে। তিনি পদকজয়ী বক্সারদের বলেন, তাদের এই সফলতায় তিনি খুবই গর্বিত এবং পদকজয়ীদের কোচ সঞ্জয় সিনহা-কে তার নিরলস পরিশ্রম সার্থক হওয়ার জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে তাকে অভিনন্দন জানান।

কেরিয়ারে ইতি

• সাতের পাতার পর থেকে দূরে থাকলেও আইপিএলে খেলা চালিয়ে গিয়েছেন ভাজ্জি। দীর্ঘদিন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ধোনির পাশে দেখা গিয়েছে চেন্নাই দলেও। চলতি বছর আইপিএলে আবার কলকাতা নাইট রাইডার্সে নাম লিখিয়েছিলেন। টুর্নামেন্টের প্রথম লিগে কয়েকটি ম্যাচ খেলেও ছিলেন। কিন্তু করোনার কারণে স্থগিত হওয়ার পর ফের চালু হওয়া আইপিএলে আর ২২ গজে দেখা যায়নি তাঁকে। আইপিএলের ১৩টি মরসুমে মোট ১৬৩টি ম্যাচ খেলেছেন ভাজ্জি। ঝুলিতে ১৫০টি উইকেট। গড় ২৬। ৪১ বছরের তারকা স্পিনার ভালভাবেই জানতেন, জাতীয় দলে তাঁর উত্তরসূরিরা এসে গিয়েছে। তাই তাঁর সরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। সে কারণেই সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অবসর নিলেন। আর সম্প্রতি নভজোৎ সিং সিধুর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জল্পনা উসকে দিয়েছেন ভাজ্জি। শোনা যাচ্ছে, আগামী বছর পাঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে পারেন তিনি।

দন্ত চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী



ডিসেম্বর।। সঠিক ব্যক্তির হাতে চালিকাশক্তি বা পরিচালন ব্যবস্থা ন্যস্ত করতে পারিপার্শ্বিক বিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আবশ্যক। এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মতো পেশাদারিত্বমূলক দায়িত্বের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জনজাগরণ তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে

প্রশাসনে

উচ্চস্তরে

৭ বদলি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।।

প্রশাসানের উচ্চস্তরে দায়িত্বে

রদবদল হয়েছে ৭জনের। রাজ্য

সরকারের মহম্মদ এইচ রহমান এই

রদবদলের তালিকা প্রকাশ

করেছেন। কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে

চলে গেছেন আইএএস শ্রীরাম

তর•ণী কান্তি। তার জায়গায়

পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিবের

দায়িত্ব সামলাবেন এলএইচ ডার্লং।

বন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য প্রধান

কনজারভেটর চৈতন্য মূর্তিকে

সমাজ শিক্ষা এবং শ্রম দফতরের

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সচিব

হিসেবে এই দায়িত্ব সামলাবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জিতেন্দ্র

শিক্ষা এবং সমাজ কল্যাণ দফতরের

দায়িত্ব সরিয়ে চৈতন্য মূর্তিকে

দেওয়া হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য

দফতরের সচিব প্রশান্ত কুমার

দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া

দফতরে অধিকর্তা মহম্মদ জুবায়ের

আলী হাসমিকে ১ জানুয়ারি থেকে

সচিব হিসেবে দমকল এবং জেল

দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তিনি

আবার ত্রিপরা মানব অধিকার

কমিশনের সচিবের দায়িত্ব পালন

করবেন। পরিকল্পনা দফতরের

সচিব অপূর্ব রায়ের কাছ থেকে

দমকল এবং পরিসংখ্যান দফতরের

দায়িত্ব সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ দফতরের অতিরিক্ত সচিব

উদয়ন সিন্হা পরিকল্পনা এবং

পরিসংখ্যান দফতরের অধিকর্তার

দায়িত্ব পালন করবেন। এই দায়িত্ব

আগে মহম্মদ জুবায়ের আলী

বাজার কমিটি

পুনর্গঠিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কৈলাসহর, ২৪ ডিসেম্বর।।

সকলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে

সর্বসন্মতিক্রমে আটাশ জন সদস্য

নিয়ে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে

অ্যাসোসিয়েশনের। দু'বছর পর পর

কমিটি পরিবর্তনের কথা থাকলেও

করোনাকালীন পরিস্থিতি এবং

অন্যান্য সমস্যায় দীর্ঘ প্রায় ৪১ মাস

পর গত ঊনিশ ডিসেম্বর নতুন

কমিটি গঠিত হয়েছে বলে শুক্রবার

সাংবাদিক সন্মেলনে জানানো

হয়েছে। চবিবশ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়

প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে নতুন

কমিটির। সুষ্ঠ ভাবে পথচলা এবং

আগামীদিনে পানিচৌকি বাজারের

মানোন্নয়নে পদক্ষেপ হাতে নেওয়া

হয়েছে বলে জানিয়েছেন সভাপতি

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। সম্পাদক

হয়েছেন অসীম পাল,যুগা

সহ-সম্পাদক মলয় ধর এবং মাধব

পাল, সভাপতি বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

এবং সহ-সভাপতি হিসেবে

নির্বাচিত হয়েছেন বাবুল বিশ্বাস,

দোলন দে এবং দুলাল দাস।

কোষাধ্যক্ষ পদে রাখা হয়েছে

আশিস বিশ্বাসকে।

মার্চে ন্ট

কৈলাসহর

হাসমির কাছে ছিল।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ ডেন্টিস্ট ডে ও ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখার ২০তম অ্যানুয়েল ডেন্টাল কনফারেন্সের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এরপর সংগঠনের একটি স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে কোভিড

জেলার দন্ত চিকিৎসক ও এই পরিষেবার সাথে যুক্ত অন্যান্যদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। বর্তমান সরকারের ব্যবস্থাপনার ফলেই দীর্ঘ অতিমারীর সময়ে কর্মক্ষেত্রে বছর পর ত্রিপুরা মেডিক্যাল

কলেজের জন্য জমির বন্দোবস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই দন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতির লক্ষ্যে দন্ত চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পারিপার্শ্বিক প্রবাহমান ঘটনাবলী এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রত্যেকের অবহিত থাকা আবশ্যক। নিজের পেশাগত দিকের সঙ্গে যুক্ত না হলেও সমাজ জীবন এবং আগামী প্রজন্মের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা প্রয়োজন। উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে আগামী ২৫ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের রূপরেখা তৈরি করে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। যার অন্যতম লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মের কাছে উপার্জন উপযোগী ভবিষ্যৎ এবং আগামীর একটি দীর্ঘময়াদি রূপরেখা প্রস্তুত করা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পারিপার্শিক বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং প্রবাহমান বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের সম্যক

ফ্রেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই ওামক্রন ভ্যারিয়েন্টের নমুনা পরীক্ষা

প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি, **আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।।** রাজ্যে এখন পর্যন্ত ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে রাজ্যের সকলকে সতর্ক এবং সচেতন থাকতে হবে। শুক্রবার সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরী ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের বিষয়ে জানাতে গিয়ে এই সংবাদ জানান। তিনি বলেন,

বাকি দুইজনের রিপোর্ট এখনও আসেনি। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত করার মতো সুবিধা না থাকার কারণে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড মলিকুলার স্টাডিসে নমুনা

সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্ৰী শ্ৰীচৌধুরী আশা ব্যক্ত করে বলেন, আগামী বছরের



বিগত দিনে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে কোভিড-১৯ অতিমারীকে যেভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো একইভাবে সরকারের কোভিড-১৯ নিয়মাবলী মেনে আগামী দিনে যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে আসা ৬৯ জন বিদেশ যাত্রীর মধ্যে ৩৩ জনের ওমিক্রন সনাক্ত করার জন্য হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং পরীক্ষা করা হয়েছে। যারা ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ৩১ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের নমুনা পরীক্ষা করার পদ্ধতি হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং মেশিন বসানোর ব্যবস্থা জিবিপি হাসপাতালে করা হবে। এর জন্য স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পৌরোহিত্যে গতকাল দিল্লিতে ওমিক্রন নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যকে কোভিড বিধি সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী

ত্রিপুরাতেও ওমিক্রন সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরোহিত্যে এবং মুখ্যসচিবের পৌরোহিত্যে দুটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে কোভিড স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এখন যথেষ্ট ভালো। যেহেতু এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে ওমিক্রন রোগী পাওয়া যায়নি। তাই অযথা উদ্বেগ বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাই রাজ্য সরকারের নৈশকার্ফু জারি করার পরিকল্পনা আপাতত নেই। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের পর থেকে সারা রাজ্যে কোভিড বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান, আসন্ন বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষের আনন্দ উৎসব উপভোগ ন্রার পাশাপাশি সবাইকে সতর্ক এবং সচেতন থাকতে হবে এবং কোভিড বিধিনিষেধ অবশ্যই মেনে চলার পরামর্শ দেন।

বলেন, সেই নির্দেশানুসারে

সাংবাদিক এনএইচএম-এর অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল রাজ্যের যে সকল নাগরিক কোভিডের দ্বিতীয় ডোজ এখন পর্যন্ত নেননি তাদের প্রতি অতিসত্বর দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার আহ্বান জানান। কোভিড সার্ভিলেন্স অফিসার ডা. দীপ দেববর্মা ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব অনিন্দ্য কুমার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সেকেরকোট অর্কনীড়ে গ্রামীণ কমলাসাগর, ২৪ ডিসেম্বর।। সেকেরকোট অর্ক নীড়ের মধ্যে এন বি ইনস্টিটিউট ফর রুরাল টেকনোলজির উদ্যোগে শুক্রবার থেকে পাঁচ দিনব্যাপী পিঠেপুলি ও স্বাবলম্বন গ্রামীণ উদ্যোগ মেলা শুরু হয়। মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীযুঙ দেববর্মন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্মকর্তা রাকেশ যাদব সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে

উদ্যোগে মহিলাদের নিয়ে পিঠেপুলির মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক এবং মহকুমা থেকে মহিলারা নিজেদের হাতে তৈরি সামগ্রী এবং পিঠেপুলি নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যেই সেই মেলা করা হয়। মেলা প্রতিদিন বিকেল তিনটা থেকে শুরু হবে, চলবে রাত সাড়ে আটটা পর্যস্ত। তাই মেলাকে ঘিরে

জনগণের মধ্যে। জানা যায় এ বছর অন্যান্য বছরকে ছাপিয়ে ৭০'র অধিক বিভিন্ন জায়গা থেকে মহিলারা পিঠেপুলি নিয়ে অংশগ্রহণ করছেন। পরবর্তী সময় উপমুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি স্টল ঘুরে দেখেন। এদিকে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেন আগামী দিনে মহিলাদের আরও উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে মেলা নিয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।



সংক্রমিত ৭

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ।। বডদিনের আগে করোনা সংক্রমিত আরও ৭জন শনাক্ত হলেন। এর মধ্যে পাঁচজনই পশ্চিম জেলার। শনিবার বডদিন উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ভিড় জমা হতে পারে। রাজ্যে করোনা যে শেষ হয়নি তার প্রমাণ দিলো প্রত্যেকদিন আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার ঘটনাটি। শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ২৮৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৮৯ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। আরটিপিসিআর-এ ২জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। বাকি ৫জন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হন। রাজ্যে এখনও ৫৩জন করোনা পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৬ হাজার ৬৫০জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন এই সময়ে মারা গেছেন ৩৭৪জন

আদালতের ডিজিটাল নথি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। বছরের প্রথম দিন থেকে ত্রিপুরা হাইকোর্ট এবং সব জেলা আদালতকে ডিজিটাল স্বাক্ষর করা নথিপত্র ওয়েবসাইটে তুলত হবে। ই-পাব (ইলেক্ট্রনিক পাবলিকেশন) অথবা অপটিক্যাল কারেক্টার রিকগনিশন (ওসিআর) যুক্ত পিডিএফ তুলতে হবে। রাজ্যের প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন আগামী এক জানুয়ারী থেকে এই নিয়ম কার্যকর করার। রাইটস অব পার্সনস উইথ ডিসাবিলিটিস রুলস, ২০১৭ অনুযায়ী এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের ওয়েবসাইট

আগরতলা স্টেশনে সুশান্তদের কুচক্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার অনেক সময় নানা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ রাজ্যের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি কারণের জন্য ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রীতিমত বিভ্রান্তিমূলক, তার একটি অবশ্যই রাজ্যের রেল পরিষেবা। সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত আগরতলা থেকে ধর্মনগর, আগরতলা থেকে সাব্রুম বা উদয়পুর— যত ট্রেন চলাচল করে, তার প্রতিটিতেই পরিষেবাজনিত ঘাটতি আছে। রাজ্যের ভেতরে প্রতিটি রেল স্টেশন নানা সমস্যায় ভুগছে। কোনওটিতে পানীয় জল নেই, কোনওটিতে শৌচালয়ের অভাব। এই সবকিছুকে একপাশে সরিয়ে রাখলেও, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যের প্রধান রেল স্টেশনের প্রতিদিন যে টিকিট বিষয়ক ভোগান্তি, তা এক কথায় চূড়ান্ত লজ্জার। আগরতলা রেল স্টেশনে প্রত্যেকদিন সকাল থেকেই ট্র্যাভেলিং টিকিট এগজামিনার তথা টিটি ঘুস খাওয়ার দৌড়ে নেমে পড়েন। সাধারণ যাত্রীরা সকাল থেকেই কাউন্টারে ভিড় জমান। সেই ভিড় ক্রমে বাড়তে



থাকে। আর এই ভিড়ের সুযোগ নিয়ে আগরতলা রেল স্টেশনে প্রত্যেকদিন সুশান্ত নামে এক টিটি সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে। যাত্রীরা নিরুপায় হয়ে প্রত্যেকদিন সৃশান্তের কাছে গিয়ে রীতিমত সারেন্ডার করেন। সুযোগ বুঝে টিকিটের নাম করে আগরতলা থেকে ধর্মনগরগামী প্রতিটি ট্রেনের যাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে সশান্ত। সেগুলো পরে ভাগ হয় রেল স্টেশনের আরও এক-দু'জন টিটি এবং স্টেশন মাস্টারের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ, আগরতলা রেল স্টেশন চত্বরে টিকিটের নামে প্রতিদিন ঘুস খাওয়ার খেলা চলছে। বিষয়টি বহু যাত্রী ইতিমধ্যেই স্টেশন চত্বরের আধিকারিকদের জানিয়েছেন। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। তাড়াহুড়োয় যাত্রীরা সুশান্ত'র মত দালালচক্রের হাতে পড়ে নিজেদের পকেট থেকে স্বাভাবিক যা ভাড়া তার কয়েকগুণ বেশি অর্থ দিয়ে দেন। অভিযোগ এটাও, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগে আগরতলা রেল স্টেশনের কাউন্টারটি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ধীর গতিতে কয়েকজন যাত্রীকে টিকিট দিয়েই যিনি বা যারা কাউন্টারে বসেন, উনারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আর টিকিট হবে না। এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়েই ময়দানে নেমে পড়ে সুশান্ত এবং তার সঙ্গীরা। এই খবর প্রকাশের পর রেল কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে সংক্রান্ত • **এরপর দুইয়ের পাতায়** । নিয়ে কঠোর কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কি না, সেটাই এখন দেখার।

জলের সমস্যা দূর বৈঠকে সুশান্ত-সান্তুনা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৪ **ডিসেম্বর।।** আগরতলা পৌরনিগম সহ বিভিন্ন নগর এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দুরীকরণ করে প্রতিটি নাগরিকদের বাড়ী বাড়ী পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আজ মহাকরণের ৩ নং কনফারেন্স হলে নগর উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সাস্ত্বনা চাকমা ও পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পৌরোহিত্যে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান এবং নগর উন্নয়ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের উপস্থিতিতে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে শহরে জল সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও সেগুলো থেকে উত্তরণের সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা হয়। বৈঠকে আগরতলা পৌর নিগম এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডের জল সংক্রান্ত সমস্যা খতিয়ে দেখা হয় এবং সেগুলো সমাধানের

জন্য দেত প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। বৈঠকে মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সম্প্রতি পৌর নিগম নির্বাচনের প্রাক্কালে পৌর নিগমের অন্তর্গত কিছ এলাকায় পানীয় জলের একটা সমস্যা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকেরা জানিয়েছেন। যদিও সেই সমস্যা অনেকটাই সমাধান হয়ে গিয়েছে। তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুইবেলা পরিশ্রুত পানীয় জল পাওয়া নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে. তার সমাধান করতেই এদিন প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু এলাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। যেসব এলাকায় আয়রণ যুক্ত জল পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে সেখানে পরিশ্রুত পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্লান্ট দ্রুততার সাথে তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন।

অর্থ বরাদ্দ করবে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য পৌর নিগম এলাকার প্রতিটি স্তরের নাগরিকের বাডিতে যেন মানুষের কাছে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছায়। বৈঠকে তিনি আশা ব্যক্ত করেন খুব শীঘ্রই পৌর নিগম এলাকার অন্তৰ্গত বিভিন্ন ওয়াৰ্ডে পানীয় জল সংক্রান্ত যে সমস্যা রয়েছে, তার দ্রুত সমাধান হবে। আজকের বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে, আগরতলা পৌর নিগমের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শৈলেশ যাদব, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের মুখ্য বাস্তুকার রাজীব দেববর্মা, নগর উন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা তমাল মজমদার, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের এবং পৌর নিগম এলাকার জল বোর্ডের সাথে যুক্ত অন্যান্য আধিকারিকেরা।

ফের ভূতুড়ে বিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চড়িলাম, ২৪ ডিসেম্বর।। বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিষয়ে বহুবার অভিযোগ উঠে আসছে। গ্রাহকরাও বারবার এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। বিশেষ করে নিগমের ভূতুড়ে বিল নিয়ে অভিযোগের পাহাড় জমে আছে। আবারো নিগমের ভূতুড়ে বিল নিয়ে সরব হলো এক গ্রাহক। চডিলাম প্রান বাজারের মনোরমা স্টোরসের মালিক শুভম সাহা বিদ্যুৎ নিগমের ভূতুড়ে বিল নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন। জানা যায়, শুভম সাহা'র চড়িলাম পুরান বাজারে মুদি দোকান রয়েছে। দোকানে শুধু মাত্র তিনটি এলইডি বাল্ব ও একটি বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করছেন বলে জানান তিনি। প্রতিমাসে এই দোকানের বিদ্যুৎ বিল আসে ১৬০ টাকা থেকে ১৭০ টাকা। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো, দুই মাস যাবত হঠাৎ করে বিল আসছে ১৩০০০ টাকা থেকে ১৪০০০ টাকা। যা দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় শুভম সাহার। এ বিষয়ে জানতে ছুটে যান বিদ্যুৎ নিগমের বিশ্রামগঞ্জ সিনিয়র ম্যানেজার অফিসে। কথা বলেন নিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে। তখন আধিকারিকরা জানান, সিস্টেমে ভুল থাকায় কম্পিউটারের মাধ্যমে তা ভুল এসেছে। তিনি আধিকারিকদের কাছ থেকে জানতে চান সিস্টেমের ভুল হলে এর দায়ভার আমরা কেন নেব। কিছুদিন আগে বিশালগড় বাজারের এক ব্যবসায়ীর দোকানে শুধুমাত্র দুটি বাল্ব ব্যবহার করে বিদ্যুতের বিল এসেছে ৮৫ হাজার টাকা। ওই বিল দেখে একজন সুস্থ ব্যক্তিও মাথা ঘুরে পড়বেন তা স্বাভাবিক। একই রকম অবস্থা হয় ওই ব্যবসায়ীর। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ওই ব্যবসায়ীকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিগত দুই মাস যাবত শুভম সাহার দোকানে উল্টোপাল্টা বিল আসছে বলে তিনি জানান। এ ধরনের ঘটনা হামেশাই কারোনা কারোর সঙ্গে ঘটে চলেছে। অথচ একটা সময় দাবি করা হয়েছে স্পট বিলে কোন ভুল-প্রাস্তি হবে না। কিন্তু এখন দেখা যাচেছ, স্পট বিলে আরো বেশি হয়রানি হতে হচেছ গ্রাহকদের। যার জুলস্ত উদাহরণ চড়িলাম পুরান বাজারের ব্যবসায়ী শুভম সাহা। ব্যবসায়ী শুভম সাহা দাবি করেছেন, আর যাতে এমন ভুল না হয় এবং কোন গ্রাহককে যাতে আর হয়রানি হতে না হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকেই বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ উঠে আসছে। বিদ্যুৎ নিগম এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে কোন ধরনের শিক্ষা গ্রহণ না করায় সাধারণ গ্রাহকদের বারংবার হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ নিগমের এ ধরনের কার্যকলাপে রাজ্যবাসী অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। দাবি করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে না ঠকিয়ে সঠিক বিল প্রেরণ করার জন্য।

তরুণ প্রজন্মকে সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

ডিসেম্বর।। ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরস্পরাকে সাথে নিয়েই তরুণ প্রজন্মকে সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষার বদলে ছাত্রছাত্রীদের যথার্থ বিকাশের সুযোগ প্রদানের জন্য মেধা অনুসারে তাদের শিক্ষার সুযোগ প্রদানে অভিভাবকদের যত্নবান হওয়া আবশ্যক। শুক্রবার আগরতলা রবীনদ্রে শতবার্ষিকী ভবনে সেন্ট্রাল কলকাতা সায়েন্স অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন ফর ইয়ুথ আয়োজিত ২৪ তম ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ লিডারশিপ ক্যাম্প, কালচারেল ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সেমিনার-এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পারি পার্শিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছাত্রছাত্রীদের কর্মমুখী শিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন। যার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন করার পর আগামী প্রজন্ম কর্মজীবনে অনায়াসে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারবে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতায় দীর্ঘ বছর সংশোধনী আনার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে জাতীয় শিক্ষানীতিতে সংশোধনী আনার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। যার ফলে মাতৃ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণের

তারই নির্দেশিত পথে প্রধানমন্ত্রী ভারতের অখভতা সার্বভৌমত্বতাকে প্রাধান্য দিয়ে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছেন। এরই ফলশ্রুতিতে



পাশাপাশি গতানুগতিক শিক্ষার বদলে আধুনিক পরিমণ্ডলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছাত্রছাত্রীদের উপার্জন উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা সেখানে রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্বাধীন ভারতের গৃহমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতকে

হয়েছে কাশ্মীর। পুরানো ব্যবস্থাকে বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংস্করণের মাধ্যমে সাফল্যের পথে গতি সঞ্চারিত করা সম্ভব। গতানুগতিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি রাজ্যের ইতিবাচক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০৪৭ পর্যন্ত রূপরেখা

ছবি প্রস্তুত করা সম্ভভ হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন বলেন, বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের ছবি ভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ত্রিপুরার ১৯টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষের ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাসের ভিন্নতার মধ্যেও এই ঐক্যের ছবি পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার আনিত জাতীয় শিক্ষানীতির সংশোধনী ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে ও কর্মপ্রত্যাশী হওয়ার বদলে ছাত্রছাত্রীদের চাকরির সুযোগ তৈরির উপযোগী হয়ে উঠতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এনসিসি, এনএসএস-র সংযুক্তির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সুঅভ্যাস গঠন এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রতকরণের লক্ষ্যে গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি আসাম রাইফেলসের আইজি মেজর জেনারেল রঞ্জিৎ সিং প্রমুখ।

রাজ্য সরকার। যার ফলে নতুন

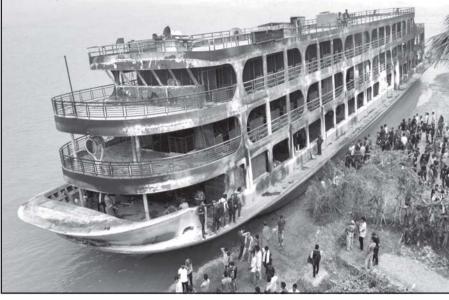
প্রজন্মের সামনে আগামীর একগুচ্ছ

ছত্তিশগড়ের পুরভোটেও বড় ধাক্কা বিজেপির

রায়পুর, ২৪ ডিসেম্বর।। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের আগে রাজ্যে রাজ্যে ধাক্কা খাচ্ছে বিজেপি। কলকাতা পুরভোট, রাজস্থানের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ছত্তিশগড়ের পুরভোটেও বড়সড় ধাকা খেল গের যা শিবির। সেরাজ্যের ১৫টি প্রসভা এবং ১৫টি ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে বড়সড় ধাক্কা খেল বিজেপি। প্রায় ৬০ শতাংশ আসনে জয়ী কংগ্রেস। ছত্তিশগড় নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সেরাজ্যের ৪টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ৬টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং ৫টি নগর পঞ্চায়েতের মোট ৩৭০টি ওয়ার্ডের নির্বাচন হয়েছিল। এই ৩৭০টি আসনের মধ্যে ৩০০ আসনের ফলাফল ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে। এই ৩০০ আসনের মধ্যে ১৭৪টি জিতেছে শাসক কংগ্রেস। অন্যদিকে বিজেপি জিতেছে মাত্র ৮৯ আসনে। ৩১টি আসন জিতেছে নির্দলরা। এদের অনেকেই কংগ্রেসের বিক্ষুর। ছত্তিশগড় জনতা কংগ্রেস জিতেছে ৬টি আসনে। যে ৭০টি আসনের ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয়নি সেখানকার ট্রেন্ড অনুযায়ী কংগ্রেস এগিয়ে ২৪ আসনে, বিজেপি এগিয়ে ৩৭ আসনে। কংগ্রেস শিবির আশাবাদী এই ১৫টি পুরসভা এবং কর্পোরেশনের অধিকাংশতেই তারা বোর্ড গড়বে। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী এই ফলাফলের জন্য রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে দাবি করেছেন, এই ফলাফলেই প্রমাণিত সরকারের ৩ বছরের কাজে সম্ভষ্ট রাজ্যের সাধারণ ভোটাররা। ২০২৩ সালে ফের সেরাজ্যে ক্ষমতায় আসবে কংগ্রেস। বিজেপি অবশ্য বলছে, এই ফলাফলে তাদের হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। ভোটের ফলে স্পষ্ট সরকার কংগ্রেসের উপর আস্থা হারাচ্ছে। বস্তুত, সামনেই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন। তার আগে গোটা দেশেই কম-বেশি ধাক্কা খাচেছ বিজেপি। কিছুদিন আগে দেশজুড়ে ২৯ আসনের উপনির্বাচনে ধাক্কা খেতে হয়েছে বিজেপিকে। তারপর কলকাতা পুরভোটে কার্যত ভরাডুবি হয়েছে গের৽য়া শিবিরের। রাজস্থানের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও খারাপ ফল করেছে গেরুয়া শিবির। তারপর ছত্তিশগড়ের এই ফল বিজেপি নেতৃত্বের চিন্তা বাড়াবেই।

সুগন্ধা নদীতে লঞ্চে আগুন, মৃত্যু ৪১

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ২৪ **ডিসেম্বর।।** বাংলাদেশের দক্ষিণের জেলা ঝালকাঠির সুগন্দা নদীতে গভীর রাতে লঞ্চে আগুন লেগে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা থেকে বরগুনাগামী এমভি অভিযান-১০ লপ্তে এ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ও আহত হয়েছেন আরও শতাধিক যাত্রী। নিহতের সংখ্যা বাডতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক জোহর আলি জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে প্রায় ৪০০ যাত্রী নিয়ে লঞ্চটি ঢাকার সদরঘাট থেকে ছেড়ে যায়। চাঁদপুর ও বরিশাল টার্মিনালে লঞ্চটি থামে এবং যাত্রী ওঠা-নামা করেন। ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে পৌঁছলে রাত ৩টার দিকে এতে আগুন ধরে যায়। ঢাকার সদরঘাটে কর্মরত অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ সংস্থা (বিআইডব্লিউটিএ) এর পরিবহণ পরিদর্শক দিনেশ কুমার সাহা জানান, 'দগ্ধ ৭০ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন। আমাদের পাঁচটি ইউনিট উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। পুরো লঞ্চটি পুড়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, 'লেঞ্টোর ইঞানি কক্ষ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি। লঞ্চে হাজারখানেক যাত্রী ছিলেন। পুরো লঞ্চে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়েছে।' গ্রাস করে ফেলে। আতঙ্কিত হয়ে আগুন লেগে হতাহতের ঘটনায়



ঝালকাঠি ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শফিকুল ইসলাম জানান, 'প্রায় তিন ঘন্টা ধরে জ্বলতে থাকা ওই লঞ্চ থেকে প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন যাত্রীদের অনেকে। স্থানীয়রা ভিড় করেন নদীর তীরে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরাও সেখানে যান। ট্রলার নিয়ে লঞ্চের আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন তারা। লঞ্চের বেঁচে যাওয়া যাত্রী আব্দুর রহিম জানান, রাতে ডেক থেকে তিনি হঠাৎ বিকট শব্দ পান। তারপর লঞ্চের পেছন দিক থেকে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তে দেখেন। অল্প সময়ের মধ্যে আগুন পুরো লঞ্চ

তিনি ডেক থেকে নদীতে লাফিয়ে পডেন। এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডে আহতদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে এবং নিহতদের স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তরের ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মালদ্বীপ সফররত প্রধানমন্ত্রী নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেছেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করেছেন। রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ লঞ্চে

জল সরবরাহ করা হয়।জানা গেছে

বিগত চার দিন আগে ওই

গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শুক্রবার এক শোকবার্তায় তিনি দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার শাস্তি কামনা করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পাশাপাশি আহতদের আশু আরোগ্য কামনা করেন। দেশটির নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে দেড় লাখ টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে লাশ দাফনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে আরও ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন

বছর শেষে দেখা নেই রেশন সামগ্রীর প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খাদ্য সামগ্রী বন্টন করা হয়। মেলাঘর গিয়েও খালি হাতে ফিরে আসছেন। আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ইংরেজি বছর শেষ হতে আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। কিন্তু

মেলাঘরে রেশন সামগ্রীর আকাল দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, খাদ্য গুদাম থেকে এখনও পর্যন্ত রেশন সামগ্রী রেশন দোকানে পৌঁছানো হয়নি। অথচ অনেকদিন আগেই ডিলাররা ডিও কেটে রেখেছেন। কি কারণে রেশন সামগ্রী বন্টন করা হচ্ছে না তা নিয়ে কারোর কোনো জবাব নেই। এদিকে, ভোক্তারা রেশন দোকানে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসছেন। মেলাঘর খাদ্য গুদাম থেকে ৩৭টি রেশন দোকানে খাদ্য গুদাম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এর আগেও গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল। এবারের ঘটনার ক্ষেত্রেও তাদের দিকেই আঙ্গুল তুলছেন ডিলাররা। সোনামুড়ার খাদ্য দফতরের আধিকারিকরাও কেন চুপ করে আছেন— প্রশ্ন ডিলারদের। অভিযোগ, গুদামে খাদ্য সামগ্রী মজুত থাকলেও তা সরবরাহ করা হচ্ছে না। অভিযোগ চলতি মাসের সামগ্রী এখনও সরবরাহ করা না হলেও উল্টো জানুয়ারি মাসের জন্য ডিও কাটতে ডিলারদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। একদিকে গ্রাহকরা রেশন সামগ্রীর জন্য রেশন দোকানে

শিক্ষা বিপ্লবের ঠেলায় সমস্যায় নজর নেই

রাজ্যের শিক্ষা বিপ্লব নিয়ে শিক্ষা দফতর যতই সাতকাহন

শোনাক না কেন তা যে রাজ্যবাসী মানতে নারাজ তা

স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কেননা রাজ্যে রাজনৈতিক

পালাবদলের পর শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকগুলি রিফর্ম করা

হলেও বহু বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতা, পানীয় জলের সমস্যা,

শৌচালয়ের অব্যবস্থা, বাউন্ডারি ওয়ালের সমস্যা,

বেঞ্চের সমস্যা-সহ নানাবিধ সমস্যায় ধুঁকছে। নানা

সমস্যায় জর্জরিত বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষা দফতর

অবগত রয়েছে বলে রাজ্যবাসী ধারণা করছেন। কিন্তু

তা সত্ত্বেও কোন ধরনের পদক্ষেপ কিংবা সমস্যা নিরসনে

সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করছে না বলে শিক্ষা দফতরের

বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে আসছে। ইদানীংকালে শিক্ষক

স্বল্পতা নিয়ে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় উত্তেজনাকর

পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বেশিরভাগ বিদ্যালয়গুলিই

শিক্ষক স্বল্পতায় ধুঁকছে। আবারও এরকম আরেকটি চিত্র

উঠে এসেছে। জানা যায় বক্সনগর ব্লক অধীনস্থ সমস্ত

স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের খামখেয়ালি সহ-শিক্ষক স্বল্পতায়

ভূগছেন ছাত্রছাত্রীরা। বক্সনগর দুপুরিয়াবান্দ উচ্চ

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক স্বল্পতা-সহ শিক্ষকদের

আর দফতর কর্তারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আছেন। এখন আগের মতো শ্রমিকদের নিয়েও কোনো সমস্যা নেই। ইতিমধ্যেই পণ্য পরিবহণের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। শ্রমিকরাও এখন কমিশনের বদলে মাসিক বেতনে কাজ করেন। অভিযোগ, গুদামে সামগ্রী নিয়ে আসা গাড়ির চালকদের এখন বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। তাই চালকরা এখন সামগ্রী নিয়ে যেতে রাজী হচ্ছেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই কারণেই কি তাহলে হাজার হাজার মানুষ এখনও পর্যন্ত রেশন সামগ্রী হাতে পাননি?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ ডিসেম্বর।। উদাসীনতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। জানা যায় উক্ত বিদ্যালয়ে মোট ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র পাঁচজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তাদের চরম গাফিলতির কারণে স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা লাটে উঠেছে বলে ছাত্রছাত্রী মহলের অভিযোগ। শুক্রবার দুপুরে সংবাদ প্রতিনিধি ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখতে পায় পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে স্কুলটি পরিচালনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে স্কুলের ইনচার্জ সিরাজ মিয়াকে জিজেস করলে তিনি জানান দু'জন শিক্ষক ডেপুটেশনে রয়েছে। বাকি তিনজনের মধ্যে দু'জন মাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটিতে চলে গেছে। তাই এদিন একজন শিক্ষক দিয়ে স্কুল পরিচালনা করা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ প্রায় সময়ই বিদ্যালয়টিতে পাঁচজন শিক্ষক উপস্থিত থাকেন না। তাই তাদের সম্পূর্ণ ুক্লাস করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহলের ধারণা একটি স্কুল পাঁচজন শিক্ষক দিয়ে কিভাবে পঠনপাঠন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়। এলাকাবাসীরা দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক স্বল্পতা

নিগমের ব্যর্থতায় অন্ধকারে একাধিক পরিবার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ ডিসেম্বর।। বিদ্যুৎ দফতরের কাজকর্ম নিয়ে অহরহ অভিযোগ উঠে আসছে। একাংশ কর্মীদের

খামখেয়ালিপনার দফতরের বদনাম হচ্ছে বলে অভিযোগ। দফতরের কাজকর্ম নিয়ে আরো একটি অভিযোগ সামনে এলো। বিদ্যুৎ দফতরের খামখেয়ালিপনার কারণে বিগত চার দিন ধরে বিদ্যুৎহীন পরিস্থিতির শিকার হয়েছে তিনটি পরিবার। কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের নদীর শ্মশানঘাট সংলগ্ন একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার রয়েছে। সেই ট্রান্সফর্মার থেকে নদীর দক্ষিণ পাশের তিনটি পরিবারকে

তাছাড়া নদীর দক্ষিণ পাশে একটি

পাম্প হাউস থেকে পাশের জমিতে

ট্রান্সফরমারটি বিকল হয়ে পড়ে আর তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তিনটি পরিবার। বিষয়টি বেশ কয়েকবার সেকেরকোটস্থিত দারোগাবাড়ি বিদ্যুৎ অফিসে জানানোর পর চারদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বিকল ট্রান্সফরমারটি সারাই করতে কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা। চার দিন ধরে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে নদীর দক্ষিণ পাশের ভুক্তভোগী পরিবারগুলি ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। আরো অভিযোগ, শ্মশানঘাট সংলগ্ন ট্রান্সফরমারটি লোহার পিলার সহ একদিকে ঝুঁকে রয়েছে যার ফলে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু সেদিকেও বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা কোন নজর দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। স্থানীয় এলাকাবাসীর নেতাজি সভাষ কলোনি ছিনাই দাবি, শীঘ্রই যেন বিদ্যুৎ দফতর নেতাজি সুভাষ কলোনি শ্মশানঘাট সংলগ্ন ট্রান্সফরমারটি সারাই করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা শুধুমাত্র ভুতুডে বিদ্যুৎসংযোগ দেয়া হয়েছে। বিল গ্রাহকদের ধরিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় বিকল জলের পাম্প হাউস রয়েছে যে ট্রান্সফর্মার সারাই করে দিতে সময় পাচ্ছেন না বলে রব উঠেছে।

কংগ্রেসের তিনদিনের

প্রশিক্ষণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা'র হাত ধরে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শিবিরের সূচনা হয়। তিনদিনব্যাপী শিবিরের প্রথম দিনে বিভিন্ন ইস্যুতে দলীয় নেতা-নেত্রীরা আলোচনা করেছেন। এই কর্মসূচির জন্য এআইসিসি'র দু'জন প্রতিনিধি রাজ্যে এসেছেন। তারা হলেন এআইসিসি'র টেনিং ইনচার্জ শচিন রাও এবং এআইসিসি'র ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর ড. রঞ্জিত কুমার মিশ্র। রাজ্যভিত্তিক এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেন। তবে। প্রতিনিধিদের উপস্থিতি প্রথম দিনে খবই কম দেখা গেছে। নেতাদেরই বেশি সংখ্যায় উপস্থিতি দেখা যায়।



আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : পারিবারিক | নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিদ্মের যোগ 🕺

বৃষ : পারিবারিক 🛭 ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে 📗 ___ মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি | স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক | অর্থ ভাগ্য শুভ। চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন। মিথন: সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে

দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা । পারেন। দিনটিতে সতর্ক দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন। মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে।

পারিবারিক ব্যাপারে কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু মনোকস্টের যোগ আছে।

সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক | ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি উন্নতির যোগ আছে। | পাবে।সরকারিভাবে কর্মেউন্নতির আর্থিক ক্ষেত্রে। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। | চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা i পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া । আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা

চিন্তিত হতে পারেন। কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা ! অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং l 🚛 দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে 📗 অধিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় 📗 থাকবেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার

বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে ¦

যোগ আছে। তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। | ফল লাভে বিদ্ন হতে পারে।

কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল। শিল্প সংস্থায় কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত

করতে হবে। সরকারি কর্মে নান্য না কর্মে নানান ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে।

ধনু : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিদ্মের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। বাধা-বিদ্মের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন অপেক্ষাকৃত শুভ ফল সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পাওয়া যাবে। অকারণে ক্ষতিবাঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে

মকর : সরকারি কর্মে চাপ ও কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে

আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না। তবে কোন অসুবিধা হবে না। কুম্ভ: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত

ভাব শুভ। ব্যবসায়েও লাভবান হবার লক্ষণ

পারে। মীন: পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান

থাকবেন। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার দিন। প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়।

নিয়োগের দাবিতে ডেপুটেশন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়ন-সহ পাঁচ দফার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমওআইসি এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। শুক্রবার বাগবাসা ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে কদমতলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এমওআইসি সন্দীপ দেবের নিকট এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। বাগবাসা ও কদমতলা-কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যেই এই ডেপুটেশন বলে জানা যায়। বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের লালছড়া বকবকি, পশ্চিম रेषारेलालष्डा ७ लक्कीनगत উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। অতিসত্বর

কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসক ও জানানো হয়। ত্রিপুরা-অসম সীমান্তের বিস্তর এলাকা জুড়ে অবস্থিত কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বেহাল দশায় ধুঁকছে। উক্ত সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসক, স্টাফ নার্স, এক্সরে মেশিন ও ব্লাড ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। এছাড়াও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও নিয়োগের দাবি করা হয়। এছাড়া শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। জনগণের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিকভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসক, স্টাফ সহ-সভাপতি প্রদীপ সিনহা প্রমুখ।

উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক নার্স নিয়োগ করার দাবি জানানো কদমতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। স্বাস্থ্য সহ স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করার দাবি হয়। তাছাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানের দাবি জানানো হয়। কংগ্রেস দলের পাঁচ দফা দাবি দাওয়াগুলি উত্তর জেলার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এর নিকট প্রেরণ করে সমস্যাগুলো নির্সনের আশ্বাস প্রদান করেন কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এমওআইসি সন্দীপ দেব। এদিনের ডেপুটেশন কালে উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হীরালাল নাথ, ব্লক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি আব্দুল ছমেদ

4 6 3 7 5 8 2 1 9

2 5 9 3 1 6 4 8 7

আজ রাতের ওযুধের দোকান নর্থ ইস্টার্ন হাউজ ৯৮৬৩৮৫৫৮৮৮

একাংশ চালকের দাদাগিরিতে নাজেহাল



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ ডিসেম্বর।। বিগত আমলে যে ধরনের অভিযোগ উঠে এসেছিল ঠিক একই রকম অভিযোগ একাংশ গাড়ি চালকদের বিরুদ্ধে উঠে আসছে। একাংশ গাড়ি চালকদের দাদাগিরির কারণেই সকল গাড়ি চালকদের বদনাম হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে। বাম আমলের শ্রমিক সংগঠনের একাংশ গাড়ির চালক থেকে শুরু করে সংগঠনের একাংশ শ্রমিকের বিরুদ্ধে সাধারণ যাত্রীদেরকে হয়রানির অভিযোগ উঠতো। কিন্তু বাম আমল পাল্টিয়ে রাম আমল আসলেও একাংশ শ্রমিকদের দাদাগিরি এখনো কমেনি বলে অভিযোগ। শুক্রবার ঠিক একই ধরনের অভিযোগ উঠে আসলো। এদিন রামঠাকুর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে যাওয়ার জন্য বিশালগড় চৌমুহনি থেকে উদয়পুর থেকে আসা একটি বাস গাড়িতে উঠে। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, বাস গাড়িতে উঠলে বাসের চালক সহ কন্টাকটর ছাত্রছাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। তাদের আরও অভিযোগ, বিশালগড় থেকে রামঠাকুর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া রাখা হতো ১০ টাকা। তাদের বক্তব্য, কলেজ ড্রেস থাকায় ১০ টাকা ভাড়া রাখা হতো। কিন্তু বেশ কয়েক মাস ধরে দক্ষিণগামী বাসগুলি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার করে কুড়ি টাকা ভাড়া আদায় করছে। এছাড়াও একাংশ যান চালকদের বিরুদ্ধে অহরহ অভিযোগ উঠে এসেছে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করারও অভিযোগ উঠে আসে। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ ছোট গাড়িগুলি কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এরপর দুইয়ের পাতায়

নেশা কারবারির দোকান উচ্ছেদের দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২৪ ডিসেম্বর।। কখ্যাত নেশা কারবারি উত্তম দেবের হোটেল উচ্ছেদের দাবিতে সরব হয়েছে এলাকাবাসী। লংতরাইভ্যালি মহকমায় মনু ব্লুকের অন্তর্গত শিববাড়ি এলাকায় উত্তম দেবের একটি হোটেল আছে। অভিযোগ, সেই হোটেল অবৈধভাবে দখলকৃত জমিতে গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই জমিটি কালীবাড়ির আওতাধীন। বাম আমলে সেই জমি জবরদখল করে হোটেল খলেছিল উত্তম। সেখানেই তার নেশা সামগ্রীর ব্যবসা চলে। এমনকী অসামাজিক কাজকর্মের সাথেও উত্তম জড়িত বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে আসলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে কিছুদিন আগে পুলিশ কুখ্যাত নেশা কারবারিকে। গ্রেফতার করে। এখন তার দখলকৃত জমি উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয়রা। পঞ্চায়েতের লোকজন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দখলকৃত জমি উদ্ধার করার। এক্ষেত্রে তারা প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছেন।

নেশা সামগ্রী-সহ আটক দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যে নেশার রমরমা বাণিজ্য যে চরম আকার ধারণ করেছে তা নিয়ে রাজ্যবাসীর আর কোন সন্দেহ নেই। কেননা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন নেশা সামগ্রী-সহ কারবারিদের আটকের মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু এ ধরনের নেশা বাণিজ্যের মাস্টারমাইভদের পাকড়াও করতে ব্যর্থ পুলিশ প্রশাসন বলে অভিযোগ উঠে আসছে। শুক্রবার বড়দিনের প্রাকমুহুর্তে ভেহিকল চেকিং করার সময় নেশা সামগ্রী-সহ দুই যুবককে আটক করল খোয়াই ট্রাফিক ইউনিট। এদিন খোয়াই কালীবাড়ি চৌমুহনি সংলগ্ন এলাকায় ভেহিকল চেকিং-এর সময় একটি গাড়ি থেকে সন্দেহমলক দশ কৌটা হেরোইন-সহ দু'জনকে আটক করতে সক্ষম হয় ট্রাফিক



ইউনিট। এএস০৬এফ৫৯৯২ নম্বরের একটি মারুতি অল্টো-সহ হোসেন দেববর্মা (২৭) ও সঞ্জীব দেববর্মা (২১) নামে দুই যুবকের কাছ থেকে দশ কৌটা হেরোইন আটক করা হয়। আটককৃতদের বাড়ি সিধাই থানাধীন সেনাপতিপাড়া ও লেফুঙ্গা থানাধীন বড়কাঁঠাল বীরমোহন চৌধুরী পাড়া এলাকায়। পরবর্তী সময় আটককৃতদের খোয়াই থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই নেশা বাণিজ্যের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তার জন্য শুক্রবার তাদেরকে জোরপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। তাদেরকে শনিবার আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়।

ঞা								ই সা ঘ		
		ব।	२ (তে	কর	ার '	বহ	ব্য টুস	ংখ্যা	সং
1		রই	ন্বা	এব	টি	ংখ্য	সং	, ১৯ বিব	1বে	(ર
8		হার	্বহ	ই ব	ার	কৰ	3	কও যা	ব্ল	9
6	1		ধাঁং ওয়					ر ا	খ্যা ক্তি	
3	8	প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৮৫ এর উত্তর								
5	4	1	6	7	3	2	4	8	9	5
_	•	5	2	9	1	8	6	4	3	7
		8	4	3	7	9	5	1	2	6
		2	7	8	5	3	1	6	4	9
_		3	5	1	4	6	9	2	7	8
2		4	9	6	2	7	8	5	1	3

	ক্রমিক সংখ্যা — ৩৮৬									
1			3	8					4	
		1			6			8	2	
		8	5		2			7	3	
	1	6			9	8	7	3	5	
	8	თ	7	2				~		
	4	5	9			1	2			
			6	5			8		1	
		2	1	6	8	9	3		7	
	3						9		6	

মডেল রাজ্যের শিক্ষার বেহাল চিত্র সামনে আনলো পড়ুয়ারা



কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ ডিসেম্বর।। তথাকথিত মডেল রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আসল চেহারা সামনে তুলে ধরলো খোদ পড়্যারা। বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা থেকে শুরু করে বেঞ্চ-সহ একাধিক সমস্যার কথা তারা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় ওই বিদ্যালয়টি প্রাথমিক স্তবের নয় দ্বাদশ মানের। শান্তিরবাজার মহকুমায় কলসি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা শুক্রবার শিক্ষক বদলি-সহ বিভিন্ন সমস্যাকে

জলের দাবিতে

রাস্তা অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কমলপুর, ২৪ ডিসেম্বর।। কমলপুর

মহকুমার ছোট সুরমার হাসপাতাল

টিলায় জলের দাবিতে রাস্তা

অবরোধ করে স্থানীয় নাগরিকরা।

সামনে রেখে আন্দোলনে সরব হয়। তারা বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ওই বিদ্যালয়ে ৭০০ জন পড়ুয়া। আর শিক্ষক আছেন মাত্র ১০ জন। তাদের মধ্যে একজনকে সম্প্রতি বদলি করা হয়েছে। আর একজন শিক্ষক জানুয়ারিতে অবসরে যাবেন। স্বাভাবিকভাবে এই বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষকদের কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পড়ুয়ারা জানায়, বিভিন্ন সময় বিদ্যালয়ে আসলে দু'একটি ক্লাস হয়। কারণ, শিক্ষক স্বল্পতা থাকায় অন্য ক্লাস নেওয়ার সুযোগ থাকে না। পড়ুয়ারা আরও জানায় এর আগেও তাদের বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক বদলি হয়েছেন। ওই সময় বলা হয়েছিল একজন শিক্ষককে বদলি করা হলে তার পরিবর্তে অন্য আর একজনকে পাঠানো হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত নতুন কোনো শিক্ষককে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়ন। বরং আরও একজন শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এদিন সংবাদমাধ্যমকে

প্রয়োজনীয় বেঞ্চের অভাব আছে। পরীক্ষার সময়ও তাদের মেঝেতে বসতে হয়। বিদ্যালয়ে সামান্য ব্ল্যাকবোর্ড পর্যন্ত নেই।এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা উন্নত হয়েছে। বিদ্যালয়ে পানীয় জল থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ পরিষেবা কিছুই নেই। বিদ্যালয়ের স্বপন সরকারও শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগগুলি অস্বীকার করেননি। ছাত্রছাত্রীরা জানিয়ে দিয়েছে যতদিন না পর্যন্ত তাদের বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধান

মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

উদয়পুর, ২৪ ডিসেম্বর।। ৬০

বছরের মিন্টু দাসের ঝুলন্ত মৃতদেহ

উদ্ধার হয় বাড়ির পাশে। উদয়পুর

ছনবন লোকনাথ আশ্রম রোড

এলাকায় ছেলেকে নিয়ে ভাড়া

থাকেন মিন্টু দাস। তার স্ত্রী

অনেকদিন আগে মারা গেছেন।

মিন্টু দাসের ছেলে গোমতী জেলা

হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে

কাজ করছেন। বৃহস্পতিবার রাতে

খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলে তার

কর্মস্থলে চলে যান। বাড়িতে একাই

ছিলেন মিন্টু। এদিন সকালে ছেলে

বাড়ি ফেরার পর বাবার ঝুলস্ত

মৃতদেহ দেখে অবাক হয়ে যান।

উদয়পুর ছনবন এলাকাতে

কাঁচামালের ব্যবসা করেন মিন্টু

দাস। তার ছেলের কথা অনুযায়ী

বাবা ঋণগ্ৰস্ত হয়ে পড়েছিলেন

বিশেষ করে করোনা পরিস্থিতিতে ব্যবসা

একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল।

সেই কারণেই ঋণের চাপে পড়ে যান

মিন্টু দাস। তাই ধারণা করা হচ্ছে

ঋণের চাপে তিনি আত্মহত্যা

করেছেন। এই ঘটনায় এলাকায়

সরকারের প্রশংসায়

অফিসার্স সংঘ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ফিডার

পোস্টে কর্মরত প্রায় আডাইশ

জনকে পদোন্নতি দেওয়ার জন্য

রাজ্য সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ

নন-গেজেটেড অফিসার্স সংঘ।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য

দিয়ে সংগঠনের নেতারা রাজ্য সরকারের প্রশংসার পাশাপাশি বিগত সরকারের সমালোচনা করেছেন। তাদের কথা অনুযায়ী

২০১৮ সালে রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী

সরকার গঠন হওয়ার পর সাধারণ

মানুষ, বেকার-সহ কর্মচারীকুলের

জন্য একের পর এক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করে চলেছে। তার সর্বশেষ

সংযোজন প্রায় ২৫০ জন ফিডার

পোস্টে কর্মরত আধিকারিকের

পদোন্নতি। রাজ্যের ইতিহাসে এই

ধরনের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত বিগত দিনে

কোনো সরকারই নিতে পারেনি।

এতে করে রাজ্যের কর্মচারী মহলের

পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজে গতি

আসবে। সরকার যে সব গণমুখী

কার্যক্রম গ্রহণ করছে সেগুলো

সফলভাবে রূপায়ণ সম্ভব হবে।

২০১১ সাল থেকে টিসিএস

থেড-টু 'তে কারণে-অকারণে

আদালতের অজুহাত তুলে বিগত

সরকার কৃত্রিম উপায়ে পদোন্নতি বন্ধ

করে রেখেছিল।এতে অনেক যোগ্য

আধিকারিক চিরতরে পদোন্নতি

বঞ্চিত হয়ে অবসরে চলে গেছেন।

অনেকে আবার অবসরের কাছাকাছি

এসে পড়েছেন। উপর থেকে নিচ

এই পলিসি অনুমোদনক্রমে

পদোন্নতি দেওয়ায় ৪র্থ শ্রেণি থেকে

সিভিল সার্ভিস পর্যায়ের

আধিকারিকদের পদোন্নতি পক্রিয়ায়

শোকের আবহ বিরাজ করছে।

জানায় বিদ্যালয়ে বসার মত হচ্ছে আন্দোলন চলতে থাকবে।



বিশেষ করে এলাকার মহিলারা এই আন্দোলনে শামিল হন। তাদের অভিযোগ, গত ৩ মাস ধরে ছোট সুরমা এলাকায় পানীয় জলের সংকট চলছে। তারা জলের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় দুর্গা চৌমুহনি রাস্তা অবরোধ করা হয়। যার ফলে ওই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত চলাচলকারী যানবাহন আটকে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ছোট সুরমা পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যরা অবরোধস্থলে এসে নাগরিকদের সাথে কথা বলেন। তারা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় নাগরিকরা। প্রশ্ন উঠছে, জলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক কর্তারা চটজলদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না কেন? যদি তারা সঠিক সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তাহলে এই ধরনের আন্দোলন হওয়ার কথা নয়। প্রতিটি জায়গায় নাগরিকরা আন্দোলন সংগঠিত করার পরই সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসেন প্রশাসনিক কর্তারা। । ছাবুল উদ্দিন এবং শরী বিবি এই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা/ধর্মনগর, ২৪ ডিসেম্বর।। গরু চুরি করে এনে মাংস বিক্রির অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার চুরাইবাড়ি থানার অন্তর্গত কুর্তি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় সাময়িক উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত একজন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চুরাইবাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। সংশ্লিষ্টে এলাকায় গরু চুরির ঘটনা ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া বিশাল ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তাই স্থানীয় নাগরিকরা বেশ কিছুদিন অপেক্ষায় জন্য চেস্টা চালিয়ে যায়। ছিলেন গরু চুরির সাথে জড়িতদের হাতেনাতে পাকড়াও করার জন্য। এদিন নদীয়াপুরের শনিছড়া গ্রামের শিমুলটিলা এলাকায় জঙ্গলের ভেতরে এলাকাবাসী গরুর মাংস দেখতে পায়। তাদের অভিযোগ,

ঘটনার সাথে জড়িত। অভিযোগ করা হয় গরু চুরি করে এনে তারা মাংস বিক্রি করার চেষ্টায় ছিল। এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে এসে তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে। পুলিশের তরফ থেকে অভিযুক্তদের কাছে জানতে চাওয়া হয় গরু কেনার কোন রসিদ আছে কিনা। কিন্তু তারা কোন রসিদ দেখাতে পারেননি। এ নিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তার সাথে শাবুল উদ্দিন নামে আরও পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের এলাকাবাসী দাবি জানায় ওই মহিলা-সহ যারাই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের গ্রেফতার করতে হবে। তাই চুরাইবাড়ি থানার ওসি চুরি করে এনে মাংস বিক্রি করছে। জয়ন্ত দাস অভিযুক্ত শরী বিবিকে এদিন তাদের বিরুদ্ধে উঠা আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযোগের হাতেনাতে প্রমাণ থানায় নিয়ে আসেন। পলিশের কথা

অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এলাকাবাসীর কথা অন্যায়ী এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত সিকন্দর আলি। শরী বিবির স্বামী সিকন্দর। এলাকাবাসীকে আসতে দেখে অভিযুক্ত সিকন্দর পালিয়ে যায়। একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে। সেই সাথে সিকন্দর আলির মেয়ে রূপাই বিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান এলাকাবাসী। স্থানীয়দের কথা অনযায়ী অনেকদিন ধরেই ওই পরিবারটি বিভিন্ন জায়গা থেকে গরু পেয়ে যায় স্থানীয়রা

শান্তিরবাজার, ২৪ ডিসেম্বর।। গত অক্টোবর মাসে দুর্গাপুজোর সময় বিলোনিয়ার এক যুবক শাস্তিরবাজারের নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত নাবালিকার হদিশ মেলেনি। এই ঘটনাটি সম্প্রতি সামনে উঠে এসেছে ওই নাবালিকার বাবার চাঞ্চল্যকর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে। নাবালিকার বাবা বিলোনিয়া

সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন

জ্বালানি দাবি করেছিল। অর্থাৎ তার



বিজ্ঞপ্তি

২০২১-২২ ইং শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইম্ফল এর অধীন ভেটেরীনারী কলেজ আইজলে এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ভেটেরীনারী কলেজ, রাধাকিশোর নগরে, B.V.Sc & A.H কোর্সে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ডের চলতি বছর (২০২১-২২) পি.সি.বি গ্রুপের মেধার ভিত্তিতে ততীয় কাউপোলং পর্বে তালিকাভক্ত অসংবক্ষিত/সংবক্ষিত প্রার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত আসনগুলি বন্টন করা হইবে।

1016	10160 9 013 11001111 1111 1111 1111 1111 111										
SI. No.	Name of the Course	Name of the Institute	Total No. of vacant seats	Vacant position for round 3rd counseling							
INO.	Course		vacani seats	UR	ST	SC					
1.	B.V. Sc. & A.H. Course	College of Veterinary Sciences & A.H, R. K. Nagar, West Tripura.	5 nos.	3	1	1					
2.	B.V. Sc. & A.H. Course	College of Veterinary Sciences & A.H, Selesih, Aizawl Mizoram	4 nos.	3 (2+1 Ex-service)	0	1					

এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত ছাত্র/ছাত্রী অনলাইনে TBJEE ওয়েবসাইটে B.V. Sc & A.H পাঠ্যসূচিতে পছন্দ হিসাবে নাম নথিভুক্ত করেছেন (Choice Option এ B.V. Sc & A.H Course) সেইসব ছাত্র/ছাত্রীগণকে নিম্নলিখিত documents সহ ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ সকাল ১১ ঘটিকায় কাউন্সেলিং এর জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তার কার্য্যালয়ে (গুর্খাবস্তি, আগরতলা) উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা যাইতেছে ঃ-

- ১. বয়সের প্রমাণপত্র (Madhyamik Admit Card অথবা Birth Certificate)।
- ২. জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত মেধার প্রমাণপত্র।
- ৩. মার্কশীট (H.S +2) Stage.
- 8. স্থায়ী নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র (PRTC).
- ৫. SC/ST Ex-Service Certificate সংরক্ষণের প্রমাণপত্র ও ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো।
- ৬. মনোনীত হওয়ার পর Surrender করার কোন সযোগ থাকিবেন না।

ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা :- পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং ইংরেজিতে তপশিলি উপজাতি, তপশীলি জাতি সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ৪০% শতাংশ নম্বর এবং অসংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ৫০ % নম্বর সহ হাইয়ার সেকেভারি (H.S. +2) Stage পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। অস্পষ্ট স্বাক্ষর

(ডি.কে. চাকমা) প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর মেয়েকে খুঁজে বের করার জন্য গাড়ির জ্বালানি দেওয়ার কথা বলেছিলেন পুলিশকর্তারা।এরপরই ঘটনাটি নিয়ে হইচই পড়ে যায়। শুক্রবার রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান নীলিমা ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ওই নাবালিকার বাড়িতে আসেন। তারা নাবালিকার বাবার সাথে কথা বলেন। পরে নীলিমা ঘোষ সংবাদমাধ্যমকে জানান, এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যাতে করে নাবালিকাকে তার পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় সেই কাজে সাহায্য করবেন তারা। অপরদিকে নাবালিকার বাবা ফের সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শান্তিরবাজার থানার এসআই সীমা রায়ের বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন। অভিযোগ, সীমা রায় নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের গালিগালাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, তদন্তকারী ওই মহিলা অফিসার নাকি জানিয়েছেন নাবালিকাকে নিয়ে বিলোনিয়ার অভিযুক্ত যুবক বাংলাদেশ চলে গেছে।

ICA-C-3114-21

গতি এরপর দুইয়ের পাতায় PNIe-T NO:- 26/EE-I/2021-22, Dated 23/12/2021

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 15-01-2022 for 03(Three) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any Any subsequent corrigendum will be available at the website only

Sd/- Illegible **EXECUTIVE ENGINEER** AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

দুই ঘন্টার ব্যব্ধানে দুই ৯০ বছরের গফুর মিয়ার ভাতা বন্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বাইক চুরি **চড়িলাম, ২৪ ডিসেম্বর।।** জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও এভাবে হেনস্থা হতে হবে তা হয়তো গফুর মিয়া প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগে কখনও ভাবতেও পারেননি। **উদয়পুর, ২৪ ডিসেম্বর।।** উদয়পুর ষাটোধর্ব অন্যান্য নাগরিকদের মত মাতাবাড়িতে বেড়াতে এসে বাইক তিনিও এতদিন ধরে সামাজিক চুরি হল এক যুবকের। মেলাঘর খাস ভাতা পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু চৌমুহনি এলাকার ইমান হোসেন হঠাৎ তার ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। তার বন্ধুকে সাথে নিয়ে মাতাবাড়ি চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত ফকিরামুড়া রেলস্টেশনে আসেন শুক্রবার এলাকায় গফুর মিয়ার বাড়ি। বিকেলে। রেলস্টেশনের বাইরে পরিবারটি খুবই গরিব। গফুর মিয়ার বাইক রেখে তারা ভেতরে ঘোরাঘুরি স্ত্রী অনেক আগে মারা গেছেন। করেন। ফেরার পথে তারা বাইকটি খুঁজে পাননি। এদিক-ওদিকে এখন দুই ছেলের সাথে বসবাস তল্লাশি চালিয়েও বাইকের হদিশ করেন ওই বৃদ্ধ। তার চার মেয়েরও মেলেনি। শেষ পর্যস্ত আরকেপুর বিয়ে হয়ে গেছে। সারা জীবন থানায় এসে লিখিত অভিযোগ চাষবাস করেই সংসার প্রতিপালন জানান বাইক মালিক ইমান করেছেন তিনি। বৃদ্ধ বয়সে কাজ হোসেন। ওই যুবক পুলিশের কাছে করতে না পারায় তার উপার্জনের অভিযোগ জানাতে এসে কান্নায় একমাত্র মাধ্যম ছিল সামাজিক ভেঙে পড়েন। তার কথা অনুযায়ী ভাতা। কিন্তু বিগত এক বছর আগে বাইকটি ছিল খুবই দামি। একই তার ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। কি কারণে দিনে উদয়পুর মধ্যপাড়া এলাকা তার নাম তালিকা থেকে বাদ থেকেও আর একটি বাইক চুরি হয়। দেওয়া হয়েছে তা কেউই জানেন মধ্যপাড়ার বাসিন্দা শান্তনু পালের না। গফুর মিয়া জানান, বহুবার বাইকটি চুরি যাওয়ার বিষয়েও অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, সিডিপিও থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। অফিস এবং সমাজকল্যাণ দফতরে ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত গিয়েও ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ

জন্য তিনি সমস্ত নথিপত্ৰও জমা একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান প্রশাসনিক ত্রুটির কারণেই বুদ্ধার ক্ষমতাসীনদের যোগ্যতা নির্ণায়ক ভাতা বন্ধ হয়েছিল। তাই তো পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে প্রশাসনিক কর্তারা একেবারে



পারেননি। কিন্তু কি কারণে তাকে অনত্তীর্ণ করা হয়েছে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।কিছুদিন আগেও প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় জম্পুইজলা মহকুমার এক বৃদ্ধার ভাতাও এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। পরে অবশ্য প্রশাসনিক কর্তারা খবরের জেরে দৌড়ঝাঁপ

বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে ভাতার চেক হাতে তুলে দিয়ে এসেছিলেন। এখন গফুর মিয়ার বিষয়টি প্রশাসনিক কর্তারা গুরুত্বসহকারে দেখবেন কিনা তা সময়ই বলবে। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা নিয়ে প্রশাসনের পাশাপাশি সরকারের ভূমিকা নিয়েই বার বার প্রশ্ন উঠছে।

নির্যাতনের জেরে পালিয়ে বাঁচলেন বধূ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২৪ ডিসেম্বর।। স্বামীর বাড়িতে অমানসিক নির্যাতনের জেরে পালিয়ে আসেন এক সন্তানের জননী। পানিসাগর মহকুমার বিলথৈস্থিত বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন নির্যাতিতা। বিগত চার বছর আগে তার বিয়ে হয়েছিল জলেবাসায়। সামাজিক রীতিনীতি মেনে বিয়ে হলেও দুই বছর যেতে না যেতেই বধূর উপর নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। এরই মধ্যে তাদের এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। এরপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। দুইবার করে এ নিয়ে সালিশি সভা হলেও নির্যাতন বন্ধ হয়নি। পুলিশের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল নির্যাতিতার তরফে। কিন্তু তাতেও সংসারে সুখ ফিরে আসেনি। এরই মধ্যে নির্যাতিতা ফের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। তাই পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়ে যায় বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে গৃহবধূ শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসেন বাবার বাড়িতে। তিনি সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে জানান, স্বামী কয়েক দফায় তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। হুমকি দেওয়া হয়েছিল বৃহস্পতিবার রাতেই তাকে মেরে ফেলা হবে। তাই তিনি ভয়ে পানিসাগর বিলথৈস্থিত বাবার বাড়িতে চলে আসেন। এদিকে, পুলিশের কাছে ফের অভিযোগ জানানোর পর নির্যাতিতার স্বামীকে আটক করা হয়।শনিবার তাকে আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পেলেন গাড়ি চালক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ ডিসেম্বর।। শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টা নাগাদ শান্তিরবাজার থেকে বাইখোড়ার উদ্দেশে আসা টিআর০১ইউ১৭২১ নম্বরের একটি পণ্যবাহী গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। শান্তিরবাজার মহকুমাশাসক কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী বাড়িতে ঢুকে যায়। এতে অল্পেতে রক্ষা পান গাড়ির চালক এবং ওই বাড়ির লোকজন। ওই বাড়ির ঘর এবং গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গেছে, গাড়িটি ওএনজিসি'র কাজে নিয়োজিত আছে।

সামাজিক কাজে চিকিৎসকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৪ ডিসেম্বর।। শুক্রবার কল্যাণপুর হাসপাতালে অল ত্রিপুরা গভ: ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, খোয়াই জেলার সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু গোস্বামী, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, জেলাশাসক ড. স্মিতা মল এমএস। প্রচুর সংখ্যক মানুষ এদিন শিবিরে এসে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি রক্তদান করেছেন অনেকেই। চিকিৎসকদের উদ্যোগে এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচির প্রশংসা • এরপর দুইয়ের পাতায়

পলিশকর্মীদের কর্মশালা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **ধর্মনগর, ২৪ ডিসেম্বর।।** বিভিন্ন দফতরের পাশাপাশি পুলিশের কাজকর্মও আধুনিকীকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে শুক্রবার ধর্মনগরে উত্তর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবতী। কর্মশালায় বিভিন্ন বিটে কর্মরত কনস্টেবলদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন থানার তদন্তকারী অফিসারদের তদন্তকার্য নিয়েও পরামর্শ দেন পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা।

শান্তিরবাজার, ২৪ ডিসেম্বর।। শান্তিরবাজার মহকুমার তাকমা এডিসি ভিলেজের রবীন্দ্র দেববর্মা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে শিশুদের জন্য সরবরাহকৃত চাল নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। এলাকার অভিভাবকরা শুক্রবার অঙ্গনওয়াডি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কেন্দ্রে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের অভিযোগ, শিশুদের জন্য যে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে



সেগুলোর গুণমান ভালো নয় অর্থাৎ প্লাস্টিকের চাল সরবরাহ হচ্ছে বলেই তাদের অভিযোগ। কিছুদিন পর পরই এই ধরনের অভিযোগ উঠে আসলেও প্রশাসন এখনও পর্যন্ত বিষয়গুলি নিয়ে কিছই বলছে না। যে কারণে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

PNIT NO: ePT70/EE/RD/DIV/KCP/2021-22

Dt. 16.12.2021 The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 31.12.2021 for 08 (EIGHT) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Sd/- Illegible **Executive Engineer** RD Kanchanpur Division Kanchanpur, North Tripura

ICA-C-3102-21

ICA-C-3109-21

PNIT NO: ePT72/EE/RD/DIV/KCP/2021-22 Dt. 22.12.2021 The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 03.01.2022 for 02 (two) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Sd/- Illegible **Executive Engineer** RD Kanchanpur Division Kanchanpur, North Tripura

NOTICE INVITING TENDER

Tender in sealed cover are invited from the registered, bonafide, experienced manufacturers / authorized dealers/ suppliers /distributors who are competent to supply of "Chemicals" of desired specifications mentioned in the Annexure-A of terms and conditions. The tenderers shall have to submit the both <u>Technical Bid</u> and <u>Financial Bid</u> separately in sealed cover for Annexure-A. The Financial Bid will be opened after finalization of the Technical Bid. Tenders will be received up to 3:00 p.m. on 07.01.2022 and will be opened on the same date at 4.00 p.m. if possible where tenderers or their authorized representative may also

The Tender Notice along with the Terms and Conditions, specifications may also be have from the following websites

Sd/- Illegible

(Anil Debbarma) Joint Director of Agriculture (Research) State Agriculture Research station

Arundhatinagar, Agartala.

ICA-C-3097-21

www.agri.tripura.gov.in

ICA/D-1520-21

এক নজরে

চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট,** নার্স, ফার্মাসিস্ট (শক্তি মন্ত্রক), শ্ন্যপদঃ ৭২টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর,

বাছাইকৃতদের পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস** (ইন্ডিয়ান অয়েল),

শুন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **কনস্টে বল, হেড** কনস্টেবল, এ.এস.আই (বিএসএফ),

শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **সার্কেল বেসড়** অফিসার (ব্যাঙ্ক),

শুন্যপদ ঃ ১২২৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ,

বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ জানুয়ারি, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস**

(কেন্দ্রীয় মন্ত্রক), শ্ন্যপদঃ ৪৭টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক , আইটিআই পাশ, বয়সঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)

ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্ট্যান্ট (ত্রিপুরা),

শুন্যপদ ঃ ১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট্ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)

সরাসরি/ ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, বাছাইকতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ ফ্লাইং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ডিউটি (এয়ার ফোর্স), শুন্যপদ ঃ ৩১৭টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট, এনসিসি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

৩০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নামঃ স্পেশালিস্ট অফিসার (ব্যাঙ্ক),

শুন্যপদ ঃ ২১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, অভিজ্ঞতা

থাকতে হবে, বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো

হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ জানুয়ারি, কেন্দ্র কলকাতা/

* পদের নাম ঃ মাইক্রোবায়োলজিস্ট. কেমিস্ট (ত্রিপুরা),

শূন্যপদ ঃ ৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাস্টার্স ডিগ্রি, সঙ্গে অভিজ্ঞতা থাকতে

বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি/ ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩০

ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ ট্রেনি, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক).

শুন্যপদ ঃ ৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

0--0--0--0 * পদের নামঃ ইঞ্জিন ড্রাইভার, ফায়ারম্যান (কোস্ট গাৰ্ড),

শুন্যপদ ঃ ৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স** পার্সন (ত্রিপুরা),

শুন্যপদ ঃ ১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)

সরাসরি/ ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, বাছাইকতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল

লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পরীক্ষা ঃ **ইউজিসি-নেট** (সিএসআইআর),

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ বয়সঃ কোনও উধর্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৯

জানুয়ারি থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা। 0--0--0--0 * পদের নাম ঃ স্পারভাইজর

(আইসিডিএস, ত্রিপুরা),

টিপিএসসি'র মাধ্যমে, শুন্যপদ ঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫

বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো

> হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট (সচিবালয়),

টিপিএসসি'র মাধ্যমে, শুন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।

0-0-0-000-0-0-0

রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মিশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্ট্যান্ট ১২৪ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিআরএলএম-এ অর্থাৎ ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনে এমআইএস অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্ট্যান্ট, একাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এই নিয়োগের পুরো দায়িত্ব 'সফেদ' অর্থাৎ সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট-এর হাতে। অফিস মেমো নং এসইডি/ ইএসটিটি/ টিআরএলএম/ ১(১১৫)/ ২০২১/ ৩৬৮৮ তারিখ ২১-১২-২০২১ সেহামূলে 'সফেদ'-এর মেম্বার সেক্রেটারি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ১২/২০২১-২২। মোট কথা, টিআরএলএম-এ অর্থাৎ ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনে এমআইএস অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্ট্যান্ট, একাউন্ট্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট থেকে শুরু, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা আবশ্যক, বয়স ঃ অনুধর্ব ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২৯-১২-২০২১ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে সরাসরি দরখাস্ত জমা করতে পারেন, নির্দিষ্ট ঠিকানায়। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র কমন্ ফরম্যাটে, তবে এর আগে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অনু করে, নির্দিষ্ট ফর্ম ডাউনলোড করে প্রিন্টআউট করে নিতে হবে। দরখাস্ত সরাসরি জমা করতে হবে ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যে। ডাকযোগে পাঠালে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখও ২৯ ডিসেম্বর। দরখাস্ত জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় ঃ Office of the Member secretary, SoFED, ITI Road, Indranagar, Agartala, PIN- 799006. বলা বাহুল্য, দরখাস্ত ফিল-আপের আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। পরীক্ষায় এবং পরে ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত বের করা, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে

ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল — আইটেম নং - ১ঃ এমআইএস অ্যাসিস্ট্যান্ট - শূন্যপদ ৩৯টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৭টি ও এসটি'র জন্য ১২টি পদ সংরক্ষিত।অবশিষ্ট ২০টি পদ অসংরক্ষিত।বয়সের উধর্বসীমা ৪০ বছর, মূল মাইনে প্রতি মাসে ২১,৫০০ টাকা। আইটেম নং - ২ ঃ একাউন্ট্যান্ট - শূন্যপদ ৩৯টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৭টি ও এসটি'র জন্য ১২টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২০টি পদ অসংরক্ষিত। বয়সের উধর্বসীমা ৪০ বছর, মূল মাইনে প্রতি মাসে ২১,৫০০ টাকা। আইটেম নং - ৩ ঃ একাউন্টস্ অ্যাসিস্ট্যান্ট - শূন্যপদ ১২টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২টি ও এসটি'র জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৬টি পদ অসংরক্ষিত। বয়সের উধর্বসীমা ৪০ বছর, মূল মাইনে প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা। আইটেম নং -৪ ঃ অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট - শূন্যপদ ৩০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৫টি ও এসটি'র জন্য ৯টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৬টি পদ অসংরক্ষিত। বয়সের উধর্বসীমা ৪০ বছর, মূল মাইনে প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা। আইটেম নং -৫ ঃ ডকুমেন্টেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট - শূন্যপদ ৪টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১টি ও এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২টি পদ অসংরক্ষিত। বয়সের উধর্বসীমা ৪০ বছর, মূল মাইনে প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিভাজন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের সীমারেখা এবং মূল মাইনে ভিন্নতর। সমস্ত কিছুই দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে। নিয়োগ হবে লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর মাধ্যমে। তবে নির্দিষ্ট সময়ে ইন্টারভিউর রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে।

ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার ঃ শুন্যপদের

সংখ্যা বাড়িয়ে চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, **আগরতলা।।** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন শুন্যপদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, পাশাপাশি দরখাস্তের শেষ তারিখও পিছিয়ে কর্মপ্রার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার, ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শুন্যপদ ঃ ২১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, ক্ষেত্রে নিয়মান্যায়ী ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাডানো হয়েছে। জানুয়ারি, কেন্দ্র কলকাতা/ গুয়াহাটি।বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চি মবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে ২১৪ নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সিবিআই অর্থাৎ সেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ

দেশে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-০৯-২০২১-এর হিসেবে ২০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৪০ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৮ বছর এবং বিষয় নিয়ে বিই/ বিটেক অথবা প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা

পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শ্ন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচর সংখ্যক পদ। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে বয়সের উধর্বসীমা ৪০ বয়সঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও ৪৫ রাখা হয়েছে। এদিকে, মোট ২১৪টি শুন্যপদের মধ্যে ১১৪টি পদ রয়েছে জেনারেল বা অসংরক্ষিত নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-হিসেবে। অর্থাৎ এসসি , এসটি, জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া, ২৫টি এসসি, ১০টি এসটি, ৪৯টি ওবিসি এবং ১৬টি পদ ইডব্লিওএস অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে আবার শারীরিক

প্রতিবন্ধীদের জন্যও রয়েছে নির্দিষ্ট

শুন্যপদ। শুন্যপদের বিশদ বিভাজন

ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে

আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের

বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - কম্পিউটার

সায়েন্স, কম্পিউটার টেকনোলজি,

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, সিএসটি,

সিএসই, আইটি, আইএসই ইত্যাদি

এমসিএ পাশ অথবা সিএ/

করতে পারেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নম্বরেরও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আবেদনের আগে বিজ্ঞপ্তির পুরোটা দেখে নেবেন। তবে ব্যাঙ্ক, পিএসইউ, কর্পোরেট সেক্টর, নন্ ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি ইত্যাদি যে-কোনও সেক্টরে নির্দিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক বছর ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

দর খাক্ত কর বেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউভে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার

পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে

আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চডান্ত হয়ে গেলে অনলাইনে ফি পেমেন্ট করতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমার পরিবর্তে নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধ তিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথা পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট রিসিপ্ট কপি, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার রিসিপ্ট কপির একটা বাডতি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক

পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও

এরপর দুইয়ের পাতায়

সেক্রেটারিয়েটে চাকরির ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা পাশদেরও সুযোগ রয়েছেঃ টিপিএসসি

কর্মবার্ডা নিউজ ব্যুরো, জানুয়ারি, রাজ্যের ৬টি শহরে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **আগরতলা ।।** সেক্রেটারিয়েটে চাকরির ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা পাশদেরও সুযোগ রয়েছে। টিপিএসসি-র তরফ থেকে এমর্মে এক সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তা জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয়ে এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমতৃল্য পরীক্ষায় পাশ হতে হবে। অর্থাৎ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে যে-কোনও শাখা বা বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য। এছাড়া, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮ -৪০ বছর (এসসি/ এসটি/ শাঃপ্রতিবন্ধী/ সরকারি কর্মরতদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫

লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — রাজ্য সরকারের অধীনে ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস (গ্রুপ-সি) এল.ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট - কাম -টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষা ও টাইপ টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তিনং - ০৫/২০২১। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন ইচ্ছুক প্রার্থীরা আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে 'অনলাইনে' দরখাক্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি জেনারেল/ ওবিসি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্তন, বিপিএল কার্ডধারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১৫০

বহিঃরাজ্যে বসবাসকারী ইচ্ছুক প্রার্থীরাও নির্ধারিত পরীক্ষার ফি প্রদান করবেন নেট ব্যাঙ্কিং অথবা প্রাসঙ্গিক যে-কোনও উপযুক্ত পদ্ধ তির মাধ্যমে। এই নিয়োগ

ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। এছাড়া অনলাইনে দরখাক্ত পাঠানো, ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা বিজ্ঞপ্তি, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহুর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো হোয়াটসঅ্যাপ অফিসের নম্বরে \$80**6**\$\$000@ 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ

নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন.

সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে।

ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস (গ্রুপ-সি) পদের ক্ষেত্রে প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে। এই লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই কম্পিউটারে টাইপ টেস্টের জন্য নিৰ্বাচিত হবেন। টাইপ টেস্ট নেওয়া হবে ৫০ নম্বরের। পরে লিখিত পরীক্ষা ও টাইপ টেস্টে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ২টি পেপার।প্রথম পেপারে ইংরেজি, দ্বিতীয় পেপারে জেনারেল নলেজ এন্ড কারেন্ট এফেয়ার্স। প্রতিটি ১০০ নম্বর করে। ২ ঘন্টা করে মোট ৪ ঘন্টার পরীক্ষা। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় রাজ্যের ৬টি শহর যেমন আগরতলা, আমবাসা, বিলোনীয়া,

এরপর দুইয়ের পাতায়

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * শক্তি মন্ত্রকে অ্যাসিস্ট্যান্ট, নার্স, ফার্মাসিস্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাক্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেস্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্ধাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ

* ইন্ডিয়ান অয়েলে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচেছ। শুন্যপদঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক , আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাজের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বিএসএফ-এ **কনস্টে বল. হেড** কনস্টেবল, এ.এস.আই পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ব্যাঙ্কে **সার্কেল বেসড্** অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২২৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাজের শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ জানুয়ারি, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদ ঃ ৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক , আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় গ্রাম-উন্নয়ন দপ্তরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্ট্যান্ট**পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি/ ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচেছ। শূন্যপদ ঃ ১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি/ ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **ফ্লাইং ব্রাঞ্চ গ্রাউন্ড ডিউটি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট, এনসিসি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচেছ। শুন্যপদ ঃ ২১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ জানুয়ারি, কেন্দ্র কলকাতা/ গুয়াহাটি।

* ত্রিপুরায় সরকারি দপ্তরে মাইক্রোবায়োলজিস্ট, কেমিস্ট পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি/ ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদ ঃ ৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাস্টার্স ডিগ্রি, সঙ্গে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মান্যায়ী ছাড রয়েছে). সরাসরি/ ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা. তারিখ কল লেটারে জানানো

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **ট্রেনি, প্রজেক্ট** ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদঃ ৮৪টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাজের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

* কোস্ট গার্ডে **ইঞ্জিন** ডাইভার. ফায়ারম্যান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচেছ। শ্ন্পদ ঃ ৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক. উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

* রাজ্য সরকারের অধীনে নির্দিষ্ট দপ্তরে **ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি/ ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচেছ। শূন্যপদ ঃ ১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মান্যায়ী ছাড রয়েছে), সরাসরি/ ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল

* সিএসআইআর-এর মাধ্যমে **ইউজিসি-নেট** পরীক্ষার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়সঃ কোনও উধর্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাজের শেষ তারিখ ২ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৯ জানুয়ারি থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা।

লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে **সুপারভাইজর** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে **এল.** ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।

মধুসূদন স্মৃতি

ভলিবলে খেলবে

৬টি দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪

ডিসেম্বর ঃ মধুসূদন দাশগুপ্ত

স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল

প্রতিযোগিতার আয়োজন

করেছে ত্রিপুরা ভলিবল

ডিসেম্বর থেকে উমাকান্ত

হবে। মোট ৬টি দল এতে

দলগুলি হলো—বিশালগড়

পিসি, বিএসএফ, অরবিন্দ

ভলিবল ক্লাব বনাম এমবিবি কলেজ। আসরের প্রথম

সেমিফাইনাল ২ জানুয়ারি।

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে ৩

ম্যাচ হবে ৪ জানুয়ারি। তবে

চ্যাম্পিয়ন দল ৮ হাজার টাকা,

রানার্সআপ দল ৫ হাজার টাকা

এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী দল ৩

হাজার টাকা পাবে। এছাড়া

দেওয়া হবে ২ হাজার টাকা।

পাশাপাশি প্রতিটি দলকেই

রেটিং দাবার

শীর্ষে ৪ দাবাড়ু

সিসিএসসিএসবি-র সোনি

কৃষাণ, প্রলয় শাহু, অসমের সোরম রাহুল সিং এবং বাংলার

শুভ্রজিৎ দে সমসংখ্যক পয়েন্ট পেয়ে ছয় রাউন্ডের পর শীর্ষে

রয়েছে। এদিনের উল্লেখযোগ্য

বিষয় হলো, বাংলার প্রলয় শাহু

চমৎকার খেলে রুখে দিয়েছে

আসরের একমাত্র আন্তর্জাতিক

মাস্টার দাবাড়ু কে দীনেশ

রাউন্ডের খেলা হয়। যদিও

সপ্তম রাউন্ডের বেশ কিছু

শর্মা-কে। এদিন ষষ্ঠ ও সপ্তম

ম্যাচের ফলাফল পাওয়া যায়নি।

ত্রিপুরার দাবাড়ুদের মধ্যে ছয়

রাউন্ডের পর সাড়ে চার পয়েন্ট

পেয়ে লড়াই জারি রেখেছে

অর্সিয়া দাস, অভিজ্ঞান ঘোষ

আগামীকাল আসরের অষ্টম

এবং নবম রাউন্ডের খেলা।

আরবিটর প্রদীপ কুমার রায়।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রসঙ্গত, রেটিং দাবার ম্যাচগুলি

পরিচালনা করছেন আন্তর্জাতিক

এবং উমাশংকর দত্ত।

দেওয়া হবে ট্রফি।

চতুর্থ স্থানাধিকারী দলকে

ফাইনাল ম্যাচের তারিখ

এখনও ঠিক করা হয়নি।

জানুয়ারি। তৃতীয় স্থান নির্ধারক

অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ২৬

ভলিবল কোর্টে এই আসর শুরু

অংশগ্রহণ করেছে। 'এ' গ্রুপের



প্রয়াত কিংবদন্তি গোলকিপার সনৎ শেঠ

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর।। তাঁকে বলা হত 'ময়দানের বাজপাখি'। সেই কিংবদন্তি গোলকিপার সনৎ শেঠ শুক্রবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ। চুনী গোস্বামী , পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একসঙ্গে খেলেছেন তিনি। তবে বয়সের দিক থেকে পিকে ও চুনীর থেকে কিছুটা বিড ছিলেন তিন। ভারতীয় ফুটবলের দুই মহানক্ষত্রের প্রয়াণে ভেঙে পড়েছিলেন সনৎ শেঠ। শুক্রবার নবতিপর গোলকিপারও চলে গেলেন। রেখে গেলেন

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রীড়ামন্ত্রী সকাশে পদকজয়ী বক্সাররা



দ্বীপ ত্রিপুরা (রৌপ্য পদক), শঙ্কু চক্রবর্তী (ব্রোঞ্জ পদক), সুকান্ত সরকার (ব্রোঞ্জ পদক)। ক্রীড়া মন্ত্রী অসামান্য এই সাফল্যের মাধ্যমে ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের নাম

উদ্দেশ্যে বলেন, তাঁদের সাফল্য

বক্সারদের অনেক অনেক অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টায় তাদের সাফল্য কামনা করেন। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পদক জয়ী বক্সারদের

সংঘ। 'বি' গ্রুপের দলগুলি উজ্জ্বল করায় প্রতিভাবান এই তরুণ হলো-মানি কিক, আগরতলা ভলিবল ক্লাব, এমবিবি কলেজ। আগামী ২৬ ডিসেম্বর বিকাল তিনটায় উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে আগরতলা

২৩ বছরের কেরিয়ারে ইতি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।।

সম্প্রতি হায়দরাবাদের সরুরনগর

ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৩-রা ডিসেম্বর

থেকে ৫-ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত'

এশিয়ান থাই বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ

২০২১'-এ আমাদের ত্রিপুরা

রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী সফল

পদকজয়ীরা আজ মহাকরণে

ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর

অফিসকক্ষে তাদের পদক সহ

সাক্ষাৎ করে। এই থাই বক্সিং

ক্যাটাগরিতে সফল পদকজয়ীদের

মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলে

ধীমান ভৌমিক (রৌপ্য পদক),

সিনিয়র

চ্যাম্পিয়নশিপে

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন হরভজন সিং

মুম্বাই, ২৪ ডিসেম্বর।। ২৩ বছরের ক্যারিয়ারে সরকারিভাবে ইতি টানলেন হরভজন সিং। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন ভারতের তারকা স্পিনার হরভজন সিং। টুইট করে অবসরের কথা জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদও দিলেন টিম ইন্ডিয়ার টার্বুনেটর।২০০১ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধ বর্ডার-গাভাসকর সিরিজে গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছিল তরুণ এক অফ-স্পিনারের দুসরা। তিন টেস্টে ৩২টি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। তারপর একের পর এক সাফল্য চুম্বন করেছে ভাজ্জির ললাটে। ২০০৭ টি-টোয়েন্টি এবং ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের অন্যতম সফল সদস্য ছিলেন এই হরভজনই। ২০১১ বিশ্বকাপে ধোনির টিম ইভিয়ার সেরা অফ-স্পিনার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন তিনি।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়

সাঁতারে রাজ্য দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ আগামী

২২ থেকে ২৬ ডিসেম্বর

ভুবনেশ্বরের কিট বিশ্ববিদ্যালয়ে

অনুষ্ঠিত হবে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়

সাঁতার। এতে পুরুষ এবং মহিলা

দুইটি বিভাগেই অংশগ্রহণ করবে

ত্রিপুরা। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের

নির্বাচিত সাঁতারুরা হলো—দীপসন

দেববর্মা, দেবতোষ পাল, মহম্মদ

ছবির মিঞা, সমীর বর্মণ, প্রকাশ

দাস, প্রীতম দেবনাথ, কিরণ ঘোষ,

অনিন্দ বিশ্বাস, কৃত্তিকা দেব, খুমবার

জমাতিয়া, দয়ারানি চাকমা,

তিলোত্তমা জমাতিয়া, বিজয়েতা

বিশ্বাস। দলের কোচ দীপক দাস

এবং ম্যানেজার মধমানিক লোধ।

ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি স্কুল স্পোর্টস

বোর্ডের সচিব প্রশান্ত কুমার দাস

এই সংবাদ জানিয়েছেন।



বোলার হিসেবে এই রেকর্ড তাঁর ঝুলিতে।তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ এনএসআরসিসি-র যোগা হলে আয়োজিত রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার শীর্ষে

রয়েছে চার দাবাড়ু।

অযোগ্য ক্রিকেটারকে যোগ্য করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, প্রতিভার সাথে ৮০ শতাংশ এক-দুইবার রাজ্য দলে খেললেও আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ খেলাধুলা মোটেই সহজ বিষয় নয়। দীর্ঘ পরিশ্রম, প্রতিভার পরিচর্যা, অধ্যবসায় একজন খেলোয়াড়কে তার সঠিক গন্তব্যে পৌছে দেয়। বাজিয়ে দিচ্ছে। রাজ্য দলের হয়ে আসার পর অনুধর্ব ১৯ দলে অস্ততপক্ষে এমন খেলোয়াডরাই দুই-একটি আসরে এভাবে খেলা বিশালগডের এক ক্রিকেটারকে নিজের গন্তব্যে পৌছাতে পারে যার মধ্যে ন্যুনতম দক্ষতা আছে। শচিন তেগুলকর, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ কিংবা বর্তমানের যশপ্রীত বুমরা-র মতো জন্মগত প্রতিভা না থাকলেও একজন ক্রিকেটার তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। ২০ শতাংশ প্রতিভার সাথে যোগ করতে হবে ৮০ শতাংশ পরিশ্রম। কোন ক্রিকেটার যদি শুরুতেই ২০ শতাংশ অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। এভাবে

একই টুর্নামেন্টে ক্লাব ও মহকুমা!

টিসিএ-র ক্রিকেট উন্নয়ন

নিয়ে প্রশ্ন ক্রীড়া মহলের

ম্যাচ হচেছ নিপকো মাঠে? আরও ক্ষতি করবে। আগে

ক্রিকেটার হতে চায় তবে বলতেই যায়। তবে দীর্ঘকালীন কোন ছাপ রেখে যেতে পারবে না। বর্তমান রাজ্য ক্রিকেটেও এমনই এক কালোমেঘের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। একজন ক্রিকেটার তার প্রতিভার উপর ভরসা না করে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে রাজ্য দলে সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে এই ধরনের

রাজনৈতিক প্রভাব যুক্ত করে বড় ক্রিকেটিয় দক্ষতায় কিন্তু তারা রাজ্যের ক্রিকেট মহলে পাতাই পায় হবে, সে ভুল পথে চলছে। শুরুতেই না। এদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় গোটা নিজের ক্যারিয়ারের বারোটা দল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় নেওয়া হয়। তৎকালীন সময়ে তার বয়স ছিল ২৩।ক্রিকেটিয় যোগ্যতার পরিবর্তে তার ছিল রাজনৈতিক যোগ্যতা। ১৫ জনের দলে সুযোগ পেলেও তাকে কোন ম্যাচে খেলানোর সুযোগ পায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। এরপর সিনিয়র দলে সুযোগ পায় এক ক্রিকেটার। এই ক্রিকেটার শাসক দলে যোগদানের ●এরপর দুইয়ের পাতায়

সদরভিত্তিক মহিলা ক্রিকেটে দুইটি

আসর হতো। মহিলাদের লিগ ও

হবে। কেননা টানা চারদিন তো এক

ড্রেস পরে খেলা সম্ভব নয়।

শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি ফরোয়ার্ড বনাম রামকৃষ্ণ

প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে রাখাল শিল্ড নক্আউট ফুটবল। প্রথম ডিভিশনের আটটি দলই আসরে অংশগ্রহণ করবে। উদবোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাব। দুপুর দেড়টায় আসরের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু কুমার দেববর্মণ। বিশেষ অতিথি হিসাবে থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সবকয়টি ম্যাচ শুরু হবে দুপুর দেড়টায় উমাকান্ত মাঠে। ৩০ ডিসেম্বর দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বীরেন্দ্র ক্লাব বনাম ত্রিপুরা পুলিশ, ৩১ ডিসেম্বর তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে টাউন ক্লাব বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন, ২ জানুয়ারি চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে লালবাহাদুর বনাম এগিয়ে চল সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ৩ এবং ৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে দুইটি সেমিফাইনাল। ফাইনাল হবে ৬ জানুয়ারি। এদিকে, ক্লাবগুলির অনুরোধে ফুটবলারদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ২৫ ডিসেম্বরের বদলে

২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ ছেলেরা। শুধু তাই নয়, কোচ, কাগজপত্রে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদের কোচিং সেন্টারের অভাব নেই। তালিকার মধ্যে থাকা ফুটবল কোচিং সেন্টারের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। আগরতলা এবং সদরের বিভিন্ন জায়গাতেও সরকারি কোচিং সেন্টার রয়েছে কাগজপত্রে। বেসরকারিভাবে উমাকান্ত মাঠে, আস্তাবল মাঠেও ফুটবল কোচিং সেন্টারের নাম রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে টিএফএ-র যে ঘরোয়া ক্লাব ফুটবলের খেলা চলছে তাতে কিন্তু আগরতলা বা স্থানীয় ফুটবলারের সংখ্যা হাতে-গোনা। 'সি' ডিভিশনের পর 'বি' ডিভিশন লিগেও কিন্তু গ্রাম-পাহাডের ছেলেদের দাপাদাপি। সবচেয়ে বড ঘটনা হচ্ছে, আগরতলার সিংহভাগ ফুটবল ক্লাবই চুক্তিতে গ্রাম-পাহাড়ের ছেলেদের তাদের ক্লাবের হয়ে মাঠে নামাচ্ছে। আগে আগরতলার বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে শহরের ছেলেদের খেলতে দেখা যেতো। এই বছর তো কি 'সি'

ডিভিশন তো কি 'বি' ডিভিশন

লিগ। সর্বত্রই আগরতলার ক্লাবের

সৌরদীপ-র দাপটে জয়ী নিশিকুমার প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সৌরদীপ কর্মকার। তার ইনিংসে ছিল ৭টি ওভার ডিসেম্বর ঃ সৌরদীপ কর্মকার-র দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের বাউন্ডারি এবং ১টি বাউন্ডারি। এছাড়া ৩০ রান করে সৌজন্যে জয় পেলো নিশিকুমার মুড়াপাড়া কোচিং ওপেনার জয় মজুমদার। ৬ উইকেটে জয় পায়

সেন্টার। শুক্রবার তারা ৬ উইকেটে হারিয়ে দিলো নিশিকুমার মুড়াপাড়া। বিজিত দলের হয়ে আরিফ কসমোপলিটন ক্লাবকে। শাস্তিরবাজার ক্রিকেট মিঞা এবং সোয়েল মগ ২টি করে উইকেট নেয়। অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে এদিকে, এনসিপাড়া মাঠে অনুষ্ঠিত অপর ম্যাচে মুখোমুখি হয় এই দুই দল। টসে জিতে নিশিকুমার জোলাইবাড়ি স্কুল ৪ উইকেটে পরাস্ত করে জগন্নাথপাড়া-কে। টসে জিতে জগন্নাথপাড়া প্রথমে মুডাপাডা প্রথমে কসমোপলিটনকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। শুরুর দিকে সুবিধা করতে পারেনি ব্যাট করতে নামে। শোচনীয় ব্যর্থতার মুখে পড়ে ব্যাটসম্যানরা। মাত্র ৩১ রানে ৪টি উইকেট হারায়। ব্যাটসম্যানরা। ১৯.১ ওভারে মাত্র ৬৪ রানে গুটিয়ে এরপর সুমন রিয়াং (২৬) এবং সৌরভ বসু-র (১৬) যায় দলের ইনিংস। জোলাইবাড়ি স্কুলের হয়ে রাজীব সৌজন্যে ৩২.৪ ওভারে ১২১ রান করে দেবনাথ এবং সূজন রায় ৩টি করে উইকেট নেয়। ২টি কসমোপলিটন। নিশিকুমার মুড়াপাড়া-র হয়ে শিবম উইকেট নেয় রিতম সরকার। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শর্মা, সনম শীল, জয় মজুমদার, অনীক মিত্র ২টি করে জোলাইবাড়ি স্কুল ১১ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিশিকুমার লক্ষ্যে পৌছায়। সর্বোচ্চ ১৭ রান করে সৃজন রায়। ৪ উইকেটে জয় পায় জোলাইবাড়ি স্কুল। বিজিত মুড়াপাড়া ১৬ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। মাত্র ২০ বলে ৫০ রান করে অপরাজিত থাকে জগন্নাথপাড়ার হয়ে ৪টি উইকেট তুলে নেয় প্রীতম পাল।

দ্বিতীয় ডিভিশন জয়ের দৌড়ে মৌচাক, ফ্রেণ্ডস

ডিফেন্স মজবুত রেখে আক্রমণে প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ অন্তিম গিয়েছে।ফলে গোলের সংখ্যা কম। লগ্নে পৌছেছে দ্বিতীয় ডিভিশন এরই মাঝে মৌচাক এবং ফ্রেণ্ডস ফুটবল লিগ। সাত দলীয় সিঙ্গল লিগ ইউনিয়ন অন্য দলগুলির চেয়ে আসর শেষ হচ্ছে আগামী ২৭ কিছ্টা এগিয়ে। বিশেষ করে ডিসেম্বর। শুক্রবার এবং শনিবার আক্রমণ এবং মাঝ মাঠে বেশ কোন খেলা নেই। ২৬ তারিখ দুইটি কয়েকজন ভালো মানের ফুটবলার এবং ২৭ তারিখ দুইটি ম্যাচ হবে। রয়েছে। মূলতঃ এদের কারণেই এই ম্যাচগুলির পরই ঠিক হবে কারা খেতাবি দৌড়ে সবার আগে আগামী মরশুমে প্রথম ডিভিশনে মৌচাক এবং ফ্রেণ্ডস। ফ্রেণ্ডস-র দুইটি খেলা বাকি। আগামী ২৬ খেলবে। ইতিমধ্যেই লিগ তালিকায় শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে মৌচাক ক্লাব। ডিসেম্বর তারা খেলবে স্পোর্টস বেশ ব্যালেন্সড দল গড়েছে এবার স্কুলের বিরুদ্ধে। পরের দিন তাদের তারা। যদিও দ্বিতীয় ডিভিশন খেলা মৌচাক-র বিরুদ্ধ। ফুটবলের গুণগত মানের বিচারে বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, ফ্রেণ্ডস সবকয়টি দলই এবার প্রায় সম এবং মৌচাক-র ম্যাচটিই হবে পর্যায়ের। ফলে অধিকাংশ ম্যাচে খুব খেতাব নির্ণায়ক।স্পোর্টস স্কুল এবার কম গোলে ফয়সালা হয়েছে। যে ধরনের ফুটবল খেলছে তাতে ডিফেন্সিভ কোয়ালিটির দিক দিয়ে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়কে হয়তো আটকাতে এবার সবকয়টি দলই একই জায়গায় পারবে না। সেক্ষেত্রে ফ্রেণ্ডস এবং দাঁড়িয়ে। যেহেতু সিঙ্গল লিগ মৌচাক-র ম্যাচটি ঠিক করে দেবে পদ্ধতিতে আসর তাই প্রতিটি দলই কারা খেতাব দখল করবে।

বোলারদের দাপটে জয়ী বিজিইএমএস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, অন্যদিকে, বিদ্যাপীঠ স্কলের আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ ব্যাটসম্যানরা রীতিমত নাজেহাল বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে শুক্রবার জয় পেলো বিলোনিয়া গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল (বিজিইএমএস)। বোলারদের অসাধারণ নৈপুণ্যে তারা ৬ রানকরেদাহিরামরিয়াং।এছাড়াবাপন উইকেটে হারালো বিদ্যাপীঠ দাস করে ১৫ রান। বিজিইএমএস-র এইচএস স্কুলকে। ব্যাট করতে নেমে হয়ে মানিক সরকার এবং অঙ্কিত দাস শুরুর দিকে সংকটে পড়ে গিয়েছিল বিজয়ী দল। তবে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা কম থাকার কারণে জয় তুলে নিতে সক্ষম হয় তারা। এদিন বিদ্যাপীঠ মাঠে টসে জিতে বিজিইএমএস প্রথমে বিদ্যাপীঠ স্কুলকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। বোলারদের দাপটে শুরু থেকেই উইকেট পেতে থাকে তারা।

হয়ে যায়। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। শেষ পর্যস্ত ২৪.৩ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৭৭ রান করে বিদ্যাপীঠ। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২২ ৩টি করে উইকেট নেয়। এছাড়া ২টি উইকেট নেয় দীপজয় রায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিজিইএমএস ২১.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ওপেনার প্রত্যয় দাস ৩৩ রানে অপরাজিত থাকে। এছাড়া শুভম দাস করে ১৭ রান। বিদ্যাপীঠ স্কুলের হয়ে বাপন দাস তুলে নেয় ২টি উইকেট।

সহজ জয় পেলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ ডিসেম্বর ঃ ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে সহজ জয় পেলো জিসিসিসি। বিবিআই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ১০ উইকেটে হারিয়ে দেয় কেপিসি-বি দলকে। বোলারদের নিরস্কুশ দাপটের ফলে বিজয়ী দলের জয়ের রাস্তা মসৃণ হয়। টসে জিতে কেপিসি-বি দল প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও শুরু থেকেই তাদের ব্যাটসম্যানরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হতে থাকে। জিসিসিসি-র বোলারদের আগ্রাসী বোলিং-র



সামনে ১৩.৪ ওভারে ৩৫ রানে অলআউট হয়ে যায় কেপিসি দল। জিসিসিসি-র হয়ে অংশুমান সরকার ৫টি এবং দীপ্তনু ৩টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩.৪ ওভার ব্যাটিং করে কোন উইকেট না হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় জিসিসিসি। অংশুমান সরকার ১৫ এবং দেবজিৎ দাস ১৪ রানে অপরাজিত থাকে। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হয়েছে জিসিসিসি-র অংশুমান

নামেই যা আগরতলা ফুটবল

টাকার বিনিময়ে খেলে যাচ্ছে গ্রাম-পাহাড়ের ছেলেরা

প্র**তিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,** হয়ে খেলচ্ছে গ্রাম-পাহাডের সেন্টার রাজ্যে আছে। টিএফএ-র কয়েকটি ক্লাবের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এখন আগরতলায় কোন ফুটবল চর্চার জায়গা যেমন নেই তেমনি কোন মাঠেই আর ফুটবল কোচিং হয় না। এখন ফুটবল আগরতলার বাইরে। তাই বাইরের ছেলেদের বা মেয়েদের নিয়ে দল করতে হয়। ফলে খরচ বেড়েছে। এখন চুক্তি বা প্যাকেজে দলগুলি খেলতে আসে। কোন দল দুই লক্ষ, কোন দল দেড় লক্ষ টাকায় খেলতে আসে। জানা গেছে, কিল্লা, জম্পুইজলা সহ বেশ কয়েকটি পাহাড়ি এলাকায় কয়েক জন ফুটবল কোচ আছেন যারা আগরতলার ক্লাব ফুটবলে খেলোয়াড জোগান দেন। আগরতলার ফুটবল ক্লাবগুলি ওই সমস্ত কোচদের সাথে চুক্তি করেন। ম্যাচের দিন সরাসরি দলগুলি আগরতলা এসে খেলে যায়। এতে করে অবশ্য খেলোয়াডদের থাকা-খাওয়ার কোন সমস্যা নেই। তবে ঘটনা হচ্ছে, আগরতলার ফুটবল কিন্তু খতম হয়ে যাচছে। এখন আগরতলার ক্লাব ফটবলেও গ্রাম-পাহাডের ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতি।এশহর যেন

ক্রীড়া দফতরের দুই শতাধিক এবং ক্রীডা পর্যদের অর্ধশতক কোচিং ফুটবল চৰ্চাহীন হয়ে পড়েছে।

ম্যানেজার পর্যন্ত ভাড়া করে আনা। পাহাড়ের কোন এলাকার গোটা দল তুলে আনা হচ্ছে। বিনিময়ে একটা মোটা অঙ্কের টাকা পেমেন্ট করছে আগরতলার ফুটবল ক্লাবগুলি। কেউ যদি টিএফএ-র ক্লাব ফুটবলে মাঠে যান তাহলে চোখে পড়বে গ্রাম-পাহাডের ছেলেরাই সব খেলছে আগরতলার বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে। হয়তো কেউ কেউ বলবেন, শহরের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনার চাপে মাঠমুখী আর হয় না। ঘটনা সত্যি, কিন্তু আগরতলার সবাই কি পড়াশোনার জন্য আজ মাঠমুখী হয় না ? আগে উমাকান্ত মাঠ, আস্তাবল মাঠে প্রচুর ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ফুটবল খেলতে (চৰ্চা) এছাড়া ভগৎ সিং, যোগেন্দ্রনগর, আমতলি, রানিরবাজার, আডালিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় ফুটবলের চর্চা হতো।এখন এসব উধাও। আগে শহরে ক্রীডা পর্যদের অধীনে থাকা বিভিন্ন মাঠে ফুটবল কোচিং হতো। কিন্তু এখন এসব উধাও। যদিও কাগজপত্রে

ক্রিকেটের কোন খেলা হয়নি। এই নকআউট। এছাডা হতো মহিলা ক্রিকেটে ফাঁকির খেলা মহিলাদের মহকমা ক্রিকেট। এক খেলছে? কেননা এই প্রথম সময় মহিলাদের প্রাইজমানি টিসিএ-র কোন ক্রিকেট আসরে এক চ্যালেঞ্জ ট্রফি ক্রিকেটও হয়েছিল। সাথে ক্লাব এবং মহকুমা খেলছে। কিন্তু এবার টিসিএ হঠাৎ টিসিএ-র এই মহিলা ক্রিকেটে আগরতলার ক্লাব ও মহকুমাকে আগরতলার ৫টি দল এবং ৪টি নিয়ে এক সাথে একটি টি-২০ মহকুমা খেলছে। অতীতে ক্লাব মহিলা ক্রিকেট করছে। আর দেখা ক্রিকেট আলাদা এবং রাজ্যভিত্তিক যাচেছ, টিসিএ-র এই মহিলা মহকুমা ক্রিকেট আলাদা হতো। ক্রিকেটে কোন কোন দল টানা কিন্তু এবার দেখা গেলো, টিসিএ চারদিন চারটি ম্যাচ খেলবে। নতুন জগাখিচুড়িভাবে ক্লাব ও মহকুমাকে নতুন মেয়েদের টানা চারদিন ম্যাচ এক সাথে নিয়ে খেলা করছে। খেলা কতটা কঠিন তা যারা মাঠের ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, তবে কি লোক তারাই বলতে পারবে। টিসিএ মহিলা মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ এছাড়া ক্রিকেট মহলের বক্তব্য, করে দিতে চলছে? মহিলা ক্রিকেট মেয়েরা চারদিন যদি টানা চারটি বন্ধ করার যদি এটা উদ্যোগ হয়ে ম্যাচ খেলে তাহলে তাদের তো থাকে তাহলে টিসিএ-র বর্তমান একাধিক পোশাক পরে খেলতে

(২০২০) টিসিএ-র মহিলা ক্রিকেট মহল। এদিকে ক্রিকেট না দুইটি সেমিফাইনালের মতো বড় কমিটি কিন্তু মহিলা ক্রিকেটের

মহলের অভিযোগ, টিসিএ কি

বছর যা-ও একটি টি-২০ ম্যাচ হচ্ছে সেখানেও যেন ক্রিকেটের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এতদিন ঘুমিয়ে থেকে বছরের শেষ সময়ে এসে তুললেন কোচ এবং প্রাক্তন টিসিএ অবশেষে মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-২০ ক্রিকেট শুরু করতে যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, ২টি দলকে চারদিনে চারটি করে টি-২০ ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। এছাড়া বড় প্রশ্ন হচ্ছে, মাত্র ১৫ দিনে কেন ১৬টি ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। খবরে প্রকাশ, মহকুমার চারটি দলকে টিসিএ-র থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে টাকা খরচের জন্য এই ঘটনা ? এছাড়া গ্রুপ লিগের ম্যাচগুলি যখন এমবিবি এবং পুলিশ অ্যাকাডেমি মাঠে হচ্ছে তখন কি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, মাঠে খেলতে নামবে। গত সিজনে টিসিএ-র এই সিদ্ধান্তে হতবাক

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ টানা চারদিন চারটি ম্যাচই খেলতে হবে ? টিসিএ-র বর্তমান কমিটির আমলে ঘরোয়া মহিলা ক্রিকেটে এই ঘটনা। আর এতেই টিসিএ-র ক্রিকেট উন্নয়নের চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রশ্ন ক্রিকেটাররা। জানা গেছে, আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে টিসিএ-র আমন্ত্ৰণমূলক মহিলা টি-২০ ক্রিকেট শুরু হচেছ। পাঁচদিনে টিসিএ মোট ১৬টি ম্যাচ করবে। দেখা যাচ্ছে, ২টি দলকে চারদিনে ৪টি ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। দুই সিজন পর মেয়েরা ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে নামছে। আর সেখানেই কিনা টানা চারদিনে চারটি টি-২০ ম্যাচ খেলতে হবে। জানা গেছে, টিসিএ-র এই আমন্ত্রণমূলক মহিলা

টি-২০ ক্রিকেটে অনেক নতুন নতুন

মেয়ে এই প্রথম আগরতলার বড়

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মূদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় টোধুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা ৩বন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, তািধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা (থকে মুদ্রিত। **ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১**

© 9436940366 Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

সাংবাদিককে

প্রাণনাশের হুমকি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ ডিসেম্বর।। ব্যক্তিগত কাজে ব্যাঙ্কে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি পেলেন কৈলাসহরের সাংবাদিক প্রিয়তোষ দাস। অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীর বিরুদ্ধ তিনি লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন কৈলাসহর থানায়। শুক্রবার সাংবাদিক প্রিয়তোষ দাস এসবিআই কৈলাসহর শাখায় টাকা তুলতে যান। তিনি টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্ককর্মীর কাছে চেক জমা দেন। যেহেতু ব্যাঙ্কে ভিড ছিল তাই ব্যাঙ্ককর্মী প্রসেনজিৎ দাস সাংবাদিক প্রিয়তোষ দাসের চেক হাতে নিয়ে তার নাম ডাকতে থাকেন। কিন্তু ওই সময় প্রিয়তোষ দাস পাশেই মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন। তিনি মোবাইলে কথা বলার সময় নিজের ভাতিজিকে লাইনে দাঁড় করিয়ে যান। কথা বলার



শেষে প্রিয়তোষ দাস কাউন্টারের

সামনে গেলে ব্যাঙ্ক কর্মচারী

প্রসেনজিৎ দাস দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। এমনকী একটা সময় প্রসেনজিৎ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রিয়তোষকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। সেই হুমকির ঘটনাটি তিনি আবার মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে নেন। পরবর্তী সময় প্রিয়তোষ দাস কৈলাসহরের অন্য সাংবাদিকদের সাথে নিয়ে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। তার কথা অনুযায়ী ব্যাঙ্ককর্মী প্রসেনজিৎ দাস সবার সাথেই দুর্ব্যবহার করেন। তিনিও একাধিকবার তার দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন। কৈলাসহর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে ঘটনাটির নিন্দা জানানো হয়েছে। তারা অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

মধ্যরাতে যীশু খ্রিস্ট'র আবির্ভাব উদ্যাপন মরিয়মনগর চার্চে। ত্রিপুরায় মরিয়মনগর খ্রীষ্ট্র ধর্মাবলম্বীদের প্রথম বসতি। পর্তুগীজ মানুষেরা রাজার বাহিনীতে কাজ করতে এসেছিলেন, তাদের বংশধরেরা এখনো সেখানে আছেন। জাতি-ধর্ম-ভাষার গভি পেরিয়ে মরিয়মনগর এখন উৎসবের এক নাম। বড়দিনে জনঢল নামে।

সৈনিক হত্যার চেষ্টার মামলায় তদত্তে আদালতের অসত্তোষ

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ।। প্রাক্তন সৈনিক হত্যার চেষ্টার ঘটনায় পুলিশের তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করল উচ্চ আদালত। এই মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা যুক্ত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারকে মামলার তদারকি করতে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। এই মামলায় তদন্তের অবস্থা উচ্চ আদালতে বেরিয়ে এলো। ২৫ নভেম্বর প্রতিদিনের মতো প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন গোর্খাবস্তি এলাকায় বসবাসকারী নারায়ণ দেবনাথ। সকাল পাঁচটা নাগাদ নেহের পার্কের সামনে একদল দুষ্কৃতি রড ও লাঠি দিয়ে নারায়ণ দেবনাথকে আক্রমণ করে। মাথায় রড দিয়ে আঘাত করে ও শরীরের বিভিন্ন অংশে রড ও লাঠি দ্বারা আঘাত করে। রক্তাক্ত গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নারায়ণবাবু এনসিসি থানায় দৃষ্কৃতিদের নামধাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। হত্যা করার উদ্দেশ্যেই রড ও লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে বলে উল্লেখ করা হয়। এনসিসি থানা আইপিসি ৩০৭ ও ৩২৬ ধারায় এফআইআর গ্রহণ না করে ৩২৫ ও ৩৪ ধারায় মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

নেয়।জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা নেওয়া হয় আসামিদের সুবিধা করে দিতে। জামিন যোগ্য ধারায় মামলা না নিয়ে এবং তদন্তে ইচ্ছাকৃত গড়িমসি করার অভিযোগ এনে নারায়ণবাবু রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের শরণাপন্ন হন। কিন্তু কোন সদুত্তর মেলেনি। সঠিক ধারায় এফআইআর গ্রহণ ও সুষ্ঠু তদন্তের আর্জি জানিয়ে উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় এনসিসি থানার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ এনে বলা হয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ৩০৭ ধারা ও ৩২৬ ধারায় এফআইআর গ্রহণ করা হয়নি দুষ্কৃতিদের বাঁচাতে। উচ্চ আদালতের বিচারপতি এস তলাপাত্র রিট মামলায় পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন ৩০৭ ধারা এফআইআর এ যুক্ত করার জন্য। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ ধারা উল্লেখ করে প্রদত্ত আদেশে বিচার পতি এফআইআর-এ অভিয়োগের বাস্তবতা থাকলে এটা সেইভাবে গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ আদালত ৩২৬ ধারা যুক্ত করার আর্জি গ্রহণযোগ্য নয় বলেছেন। তদন্তের এরপর দুইয়ের পাতায়

মাছ ব্যবসায়ী উদ্ধার রাস্তায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর,

২৪ ডিসেম্বর ।। উদয়পুরের গর্জিতে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম এক যুবক। রক্তমাখা যুবককে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কীভাবে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তা নিয়ে তার মা-বাবাও বলতে পারছেন না। রক্তাক্ত অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে সুকান্ত বৈদ্য নামে ওই যুবকের। পেশায় মাছ বিক্রেতা সুকান্তকে গর্জিতে রাস্তার পাশেই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে টেপানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালের টুমা সেন্টারে। শুক্রবার ট্রমা সেন্টারের সামনে জখম যুবকের বাবা নান্টু বৈদ্য জানান, কিভাবে দুর্ঘটনা হয়েছে কিছুই জানি না। খবর শুনে জিবিপি হাসপাতালে ছুটে এসেছি। ছেলে অটোতে যাচ্ছিল জানতাম। এরপর কিছুই বলতে পার্ছি না। আবার এই ঘটনায় অভিযোগ উঠছে, এটা দুর্ঘটনা নাও হতে পারে। অন্যভাবে হত্যার চেস্টা হতে পারে সুকান্তকে। পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য।

প্রেমে প্রতারিত কিশোরের

আত্মহত্যা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ।। প্রেমিকার প্রতারণায় আত্মঘাতী এক কিশোর। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা শহর ত লির কবিরাজটিলা এলাকাতে। নিজের ঘর থেকেই ১৬ বছরের কিশোর নিলয় দাসের ঝুলস্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে শুক্রবার। পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। নিহত কিশোরের বন্ধুরা এসে বারবার একই কথা বলে যাচ্ছিলেন। তাদের কথা অনুযায়ী বেইমান প্রেমিকাকে তারা ছাড়বে না। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী নিলয় স্কুল পড়ুয়া একটি মেয়েকে ভালবাসতো। তাদের সম্পর্ক বহুদিনের। কিন্তু সম্প্রতি মেয়েটি নিলয়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। অন্য একটি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। এই কারণেই নিলয় হতাশায় আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে। যদিও প্রতারণার অভিযোগ আনলেও কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যায়নি পুলিশ। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই প্রেমে প্রতারিত হয়ে আত্মহত্যার ঘটনাটি জানাজানি হতেই চিন্তায় পড়েছেন অনেক অভিভাবকই। কারণ এই কম বয়সে প্রতারিত হয়ে আত্মহত্যা করার ঘটনা খুব কমই রয়েছে। এই জন্য

Job Vacancy Agartala

অভিভাবকরাও চিস্তিত

আগরতলাস্থিত Govt. Reg office এ স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য Male-06 জন Female - 10 জন প্রয়োজন। Office Working. Age- 18-30, Qualification 10+ Passed, Salary-8500 to 28000+

Mob: 8974580909 9863128982

কাজের মহিলা চাই

কলেজটিলা এলাকায় ৮ বছরের কন্যাসস্তান দেখাশোনার জন্য ও ঘরের অন্যান্য কাজের জন্য একজন সৎ মহিলা চাই কাজের সময় সকাল ৯ বিকাল ৫টা। বেতন আলোচনাক্রমে।

—ঃ যোগাযোগ ঃ— Mob - 8798106702

8575794855

জেলহাজতে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বাড়ির

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ।। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাড়ির কাছে দেওয়ালে ছোট গাড়ি দিয়ে ধাকা মারার ঘটনায় ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার শুভজিৎ ধরকে ১৪ দিনের জন্য জেলহাজতে পাঠালো আদালত। শুক্রবার তাকে পশ্চিম জেলার প্রথম শ্রেণির বিচারক ডি জমাতিয়ার কোর্টে হাজির করা হয়। আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশালগড়ের প্রভুরামপুরে কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকবেন অর্থোপেডিক্স বিভাগের এই চিকিৎসক। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে এই ডাক্তারের তিনদিন রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আদালত রিমান্ড দেয়নি। তার বিরুদ্ধে হত্যার চেস্টা ছাড়াও কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭, ২৯৭, ৩৫৩, ৪২৭ ধারা ছাড়াও এমভি অ্যাক্টের ১৯২/১৮৪ ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে

সামনে প্রত্যেক রাতে হাঁটেন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা OCIETY FOR TRIPURA MEDICAL COLLEGE DR. BRAM TEACHING HOSPITAL PIN-799014, TELE FAX : 0381-23766 IDENTITY CARD

Contact No. : 7005779735

নাগাদ তিনি সরকারি বাসভবনের পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আচমকাই একটি নম্বরবিহীন গাড়ি সরকারি বাসভবন থেকে সামান্য দূরে দেওয়ালে ধাক্কা মারে। অল্পেতে রক্ষা পান পুলিশ অফিসাররাও। গাড়িটি দেওয়ালে ধাক্কা না মারলে বড়সড় বিপদ ঘটে

যেতে পারতো কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের সঙ্গেও। অল্পেতে মুখ্যমন্ত্রী-সহ পুলিশ কর্মীরা গুরুতর জখম হতে বেঁচেছেন। রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত ডাক্তারকে গ্রেফতার করে। তার গাড়িতে মদ এবং বিয়ারের বোতল পাওয়া যায়। পলিশকে এই ডাক্তার জানিয়েছেন. গাড়িটি নতুন কিনেছেন। বিধায়কের আবাসের কাছেই গাডিটি রেখে এক দোকানে গিয়ে মদ খান। সেখান থেকে পান খেয়ে আবার গাডিতে উঠেন। গাড়িও নতুন চালানো শিখেছেন। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ির এক্সেলেটরে পায়ের চাপা পড়ে গেছে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই বিশালগড় এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় এক চিকিৎসক গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েন। আবারও এক নবীন ডাক্তারকে মদমত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাতে পাওয়া গেছে অঙ্গেতে এই ডাক্তারের গাড়ির ধাক্কা থেকে রক্ষা পেলেন রাজ্যের

এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ ডিসেম্বর।। প্রকাশ্য দিবালোকে একজন জেসিবি চালককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। ঘটনা উদয়পুর মহারানি ফাঁড়ির অন্তর্গত হীরাপুর এলাকায়। জেসিবি চালক সুমন বর্মণকে ঘটনার পর গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার অভিযোগ, একজন অটোচালক সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাকে বেধড়কভাবে পেটায়। অভিযুক্ত অটোচালক জেসিবিতে উঠে সুমনকে মারধর করে এবং পরবর্তী সময় তাকে টেনে-হিঁচড়ে রাস্তায় নিয়ে আসে। সবার সামনেই তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করে

সোনার বাজার দর

অভিযুক্ত অটোচালক। তবে

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,১৫০ ভরি ঃ ৫৬,১৭৫

COACHING FOR FORTHCOMING COMPETITIVE **EXAMINATIONS** (ICDS-

SUPERVISOR) & LDA -**SECRETARIAT** SERVICE): CLICK & REGISTER www.estudyhelpline.in Contact: 9832107953

(Whatsapp only)

বিশেষ দ্রস্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট

কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের

সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা

অভিযুক্তের নাম জানতে না পারলেও তার গাড়ির নম্বর শনাক্ত করা গেছে। সুমনের কথা অনুযায়ী জাতীয় সড়কে কাজ চলার সময় যানজটের সৃষ্টি হয়। অন্য যানবাহনের মত অটোটিও আটকে পড়ে। পেছন থেকে অটোচালক বারবার চিৎকার করে জেসিবি

Flat Booking Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে। Mob - 8416082015

JCB SALE

Escorts (JCB) sale করা হবে। Running condition. Only 3000 hr. run প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন।

Mob - 9612906229

সরিয়ে নেওয়ার জন্য। সুমন বর্মণও তাকে জানান, কিছু সময়ের মধ্যে জেসিবি সরিয়ে নেবেন। কিন্তু ওই সময় ভুলবশত অটোর সাথে জেসিবি'র ধাক্কা লাগে। তবে এতে অটোটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অটোচালক তা সত্ত্বেও ক্ষিপ্ত হয়ে সুমনকে মারধর করতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় সুমনকে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের খবর নেই।

সমস্যার সমাধান



বাবা আমিল সুফি প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, ७४विम्रा कालायामू, मूर्वकर्नी, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট। CONTACT

9667700474

VISION CONSULTANCY **TOP PRIVATE**

Admission Point We Provide Admission Guidance for /IBBS/BDS/BAMS MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH **NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY** Call Us: 9560462263 / 9436470381 Address: Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

ধর্যণ মামলায় ৩ নাবালকের বিরুদ্ধে আদালতে সরকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ।। শহর থেকে এক গৃহবধূকে তুলে নিয়ে গান্ধীগ্রাম এলাকায় গণধর্ষণের ঘটনায় তিন নাবালকের বিরুদ্ধে রিপোর্ট চাইলেন অতিরিক্ত দায়রা বিচারক। ৯জন অভিযুক্তের মধ্যে তিনজন নাবালক দাবি করে জ্রভেনাইল জাস্টিস বোর্ড জুভেনাইল আইনেই সাজা দিতে চাইছিল। কিন্তু এনিয়েই দায়রা আদালতে আবেদন করে সরকার পক্ষ। ২০১৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জিবিপি হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে অটোতে তুলে অপহরণ করা হয় এক গৃহবধুকে। তাকে গান্ধীগ্রাম এলাকার এক জঙ্গলে নিয়ে ৯জন মিলে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরে ওই মহিলাকে সার্কিট হাউসের কাছে ফেলে যায়। ওই রাতেই এই ঘটনা ঘিরে মামলা হয়। প্রকাশ্য শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে মহিলাকে তুলে নিয়ে

ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শহরে।অনেকেই সন্ধ্যার পর বের হতে ভয় পাচ্ছিলেন। এই ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমে ৯জনকে গ্রেফতার করে। পূর্ব মহিলা থানা মামলার তদন্তে নেমে ৯জনের বিরুদ্ধেই আদালতে চার্জশিট দেয়। ৯জনের মধ্যে তিনজনের বয়স ১৮ বছরের নিচে। এই কারণে তাদের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে হাজির করা হয়। গত বছরের ১৮ অক্টোবর জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড নির্দেশ দেয় এই তিনজন নাবালকের বিচার সেখানেই হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার এই নির্দেশের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে যায়। সরকার পক্ষে এপিপি ইনচার্জ বিদ্যুৎ সূত্রধর জানিয়েছেন, নির্ভয়া কাণ্ডের পর জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টে পরিবর্তন আনা হয়েছে। অপরাধীর বয়স ১৬ বছরের উপর হলে তাদের বিচার শিশু আদালতে হবে নাকি জুভেনাইল

করতে হয়। এই বিচার হয় অপরাধ করার প্রবণতার উপর। জেনেশুনে অপরাধ করলে এটা শিশু আদালতে বিচার হয়না। আমাদের দাবি তিন অভিযুক্ত জেনে শুনেই অপরাধ করেছে। তাই তাদের বিচার শিশু আদালতে হওয়া দরকার। কিন্তু জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে সেখানেই তাদের বিচার হবে। অর্থাৎ জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের মতে তিন নাবালক গণধৰ্ষণ জেনেশুনে অপরাধ করেনি। রাজ্য সরকার এর বিরুদ্ধেই দায়রা আদালতে আবেদন করে। মামলাটির শুনানি হয় অতিরিক্ত সেসনস জাজ গোবিন্দ দাসের কোর্টে। আবেদনটি মেনে নিয়েছে আদালত। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডকে আবারও তিন নাবালক বয়স এবং অপরাধ করার প্রবণতার কথা বিচার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী

কাবেরী হাসপাতাল

জাস্টিস বোর্ডে হবে তা নিয়ে বিচার

রিপোর্টও তলব করেছেন বিচারক। প্রসঙ্গত, পশ্চিম জেলার আদালতে গণধর্ষণের মামলাটির ট্রায়াল চলছে। ইতিমধ্যেই অনেকেই এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে অনেকে বেঁকে বসেছেন বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, ধর্ষিতার স্বামীও পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ান অনুযায়ী আদালতে এসে সাক্ষ্য দেননি।

তারিখে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের

FLAT ON SALE

RERA Approved Flat available Ramnagar Road No.-9. Only Few 2BHK Flat Sale on discount prices. Parking available

Contact -Mob - 8420011360

সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

নেফরো অ্যান্ড মেডিকেল অনকোলজি স্পেশালিটি ক্লিনিক

ডা. বালাজী কিরুশনন

এম.বি.বি.এস, এম.ডি, ডি.এন.বি (নেফ্রোলজি) कनमालिंगुन्ये निद्धालिक्रिंग, कार्त्वती श्मिशिल, एजारि, এক্স-সিনিয়র রেসিডেন্ট অ্যাপেলো হসপিটাল, চেন্নাই

আপনার কি কিডনির যেকোনও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা • কিডনিতে পাথর ও অন্যান্য সমস্যা • রেনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাফি 🌢 কিডনি পাথরের পুনরাবৃত্তি 🜢 প্রস্রাবের রঙ পরিবর্তন হওয়া • কিডনির অন্যান্য যে কোনও সমস্যায় ভুগছেন তারা উপকৃত হতে পারেন।

ডা. সুরেশ কুমার বি

এম.বি.বি.এস, এম.ডি, (ইর্ন্ট্রানাল মেডিসিন), ডি.এম (মেডিকেল অনকোলজি-টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মুম্বাই) কনসালট্যান্ট মেডিকেল অনকোলজি

সলিড টিউমার অনকোলজি (লান্স, ব্রেস্ট, গেস্ট্রোইনটেস্টিনাল ইউরোলোজিকেল
 হেড, নেক অ্যান্ড গাইনিকলোজিকেল ক্যান্সার) • প্রিসিশন অ্যান্ড মোলিকুলার অনকোলজি ইমিওনোথেরেপি
 টারগেটেড থেরেপি
 হরমোনাল থেরেপি অ্যান্ড কেমোথেরেপি • বোন মেরু ট্রান্সপ্লান্ট।

kauvery hospital

২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১, বুধবার ও বৃহস্পতিবার কাবেরী ইনফরমেশন সেন্টার

দীপ্তি মেডিকেল হলের ১ম তল, লেক চৌমুহনী বাজার, আগরতলা, ত্রিপুরা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য কল করুন ঃ ৬৯০৯৯৮৯২৯০